বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>022 >>08 Kartik 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০২২ >> << ০৮ই, কার্তিক ১৪৩০>>

পোল্যান্ডের বিরোধীদল ক্ষমতা নেয়ার জন্য প্রস্তুত, বলছেন টাস্ক

পোল্যান্ড : পোল্যান্ডের মূলধারার বিরোধী দলগুলো মঙ্গলবার বলেছে, তারা ক্ষমতা নিতে প্রস্তুত। তারা তাদের প্রার্থী ডনাল্ড টাস্ককে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ বাড়াতে চায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) পন্থী বিরোধী দলগুলি এই মাসের গোড়ার দিকে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থেকে এলজিবিটি অধিকার পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে ব্রাসেলসের সাথে আট বছরের দ্বন্দ্বের পরে পোল্যান্ডের জন্য এটি একটি বড় পরিবর্তন। ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী আইন ও বিচার (পিআইএস) দলের সহযোগী প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা এর আগে বলেছিলেন, তিনি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে বৃহত্তম একক দলকে সরকার গঠনের প্রথম সুযোগ দেবেন। পোল্যান্ডের বৃহত্তম উদারপন্থী বিরোধী দল সিভিক কোয়ালিশনের নেতা টাস্ক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আজ গণতান্ত্রিক দলগুলোর নেতাদের সাথে একত্রে, পরবর্তী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করতে পারস্পরিক প্রস্তুতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছি। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদে বিরোধী দলের প্রার্থী হবেন তিনি। মঙ্গলবার ও বুধবার সংসদে আসন পাওয়া সব দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন দুদা।

বাজার দর
SENSEX : 64049.06 -522.82
NIFTY : 19122.15 -159.60

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 28.00 °c | সর্বনিম্ন 16.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .14 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .50 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সংহতি প্রকাশে ম্যাক্রোঁর ইসরাইল সফর গাজায় ফিলিস্তিনিদের সুরক্ষার ওপরও জোর দিলেন তিনি

তেল আবিবঃ সোমবার হামাস আরও জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে মুক্তিপ্রাপ্ত দুজন প্রবীণ ইসরাইলি নারী। গাজায় হামাস জঙ্গিদের হাতে আটক আরও জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনার আশায় ইসরাইলকে স্থল আগ্রাসন বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইল হামাস যুদ্ধকে মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর সংঘাতে পরিণত করার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। ইসরাইলে ১৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এদের বেশিরভাগই নিহত হয়েছে ৭ অক্টোবরে হামাসের প্রাথমিক আক্রমণে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গাজায় মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৫০৮৭ জনে পৌঁছেছে এবং আরও ১৫ হাজার ২৭৩ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইসরাইল সফর করেন। হামাসের মারাত্মক হামলার পর তিনি ইসরাইলের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন এবং গাজা উপত্যকায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার ওপর জোর দেন। ম্যাক্রোঁ ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগকে বলেছেন, যা ঘটেছে তা কখনও ভুলে যাওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, হামাসের হাতে বন্দি সমস্ত জিম্মির মুক্তি শীর্ষ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। মঙ্গলবার ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলেছে, তারা গাজায় অব্যাহত বিমান হামলা জারি রেখেছে। তারা হামাসের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে এবং হামাসের বেশ কয়েকজন ডেপুটি কমান্ডারকে হত্যা করা হয়েছে। এই সপ্তাহে ইসরাইল লেবাননভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ওপর হামলা চালায়। মঙ্গলবার হারজগ সতর্ক করেছে, যদি হিজবুল্লাহ সংঘাত বৃদ্ধি করে তাহলে লেবাননকে তার মূল্য দিতে হবে।

আইসল্যান্ডের নারীরা লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতিবাদে ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করেছে

আইসল্যান্ড : লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতিবাদে আইসল্যান্ডের নারীরা মঙ্গলবার ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘট পালন করেছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রীও। তিনি বলেন, দেশে এবং দেশের বাইরে নারী পুরুষের সম অধিকার আদায়ের বিষয়টি নিয়ে সংগ্রাম অত্যন্ত ধীরগতিতে আগাচ্ছে।

বেশিরভাগ নারী কর্মী নিজ নিজ বাড়িতে থাকায় এই ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রের স্কুল ও লাইব্রেরিগুলো হয় বন্ধ ছিল নয়তো অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য খোলা ছিল। হাসপাতালগুলো বলছে, তারা শুধু জরুরী সেবা দিয়েছে। এই বিক্ষোভের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী ক্যাটরিন জাকোবসদোত্তির জানান, তিনি মঙ্গলবার কাজে যাবেন না।

রাস ওয়ান পাবলিক রেডিও স্টেশনকে তিনি বলেন, সারা বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করলে ধারণা হয়, সম অধিকার অর্জনে ৩০০ বছরও লেগে যেতে পারে।

পুরুষদের সঙ্গে তুলনায় বৈষম্যমূলক বেতন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

আয়োজকরা জানান, এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুর যত্ন নেওয়ার মতো কাজগুলোর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যেগুলো থেকে কোনো উপার্জন নেই এবং সাধারণত নারীদের ওপরই এ ধরনের কাজের দায়িত্ব আসে।

নারী পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে আইসল্যান্ডকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশটি টানা ১৪ বছর ধরে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের জেনডার গ্যাপ ইনডেক্সের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। তবে স্ট্যাটিসটিকস আইসল্যান্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কিছু কিছু শিল্প ও পেশায় নারীরা পুরুষদের চেয়ে ২০ শতাংশ কম আয় করছেন। আইসল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় জানা গেছে, আইসল্যান্ডের ৪০ শতাংশ নারী তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার লিঙ্গভিত্তিক ও যৌন সহিংসতার শিকার হন।

মঙ্গলবারের ধর্মঘটের শ্লোগান ছিল, এটাকেই কি আপনারা সমঅধিকার বলেন? এতে অংশ নেন আইসল্যান্ডের নারী ও পুরুষ ব্যতীত অন্যান্য লিঙ্গের ব্যক্তিরা। এটা ছিল ১৯৭৫ সালে নারীদের এক বিক্ষোভের পর প্রথম, পূর্ণ দিবস ধর্মঘটের ঘটনা।

মাঁ দুর্গতিনাশিনীকে সজল নয়নে বিদাই দিলেন দুর্গাবাটি রাঁচির ভক্তবৃন্দ। সবার কণ্ঠে একটাই জয়ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছিল – মাগো তুমি আবারএসো এই ধরাধামে তোমার নিজ ধামে।

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সৈন্যদের লক্ষ্য করে আরও ড্রোন হামলা

সিরিয়া : ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য হুমকির বিষয়ে কর্মকর্তারা সতর্ক করার পর সোমবার সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া দুটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে আমেরিকান সৈন্যরা। পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার সাংবাদিকদের বলেন, ইরান সমর্থিত বাহিনী সোমবার আল তানফ গ্যারিসনে দুটি একতরফা ড্রোন আক্রমণ চালিয়েছে। রাইডার বলেন, আমরা জানি, এই গোষ্ঠীগুলো ইরান সমর্থিত। এর জন্য ইরানকেই দায়ী করব আমরা। মধ্যপ্রাচ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর ওপর এটি পঞ্চম ড্রোন বা রকেট হামলা, যাকে পেন্টাগন 'উত্থান' হিসেবে অভিহিত করেছে। আক্রমণের ফলে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি ও আহত হয়েছে। এক জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, পুরো অঞ্চল জুড়ে উত্তেজনা বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি রয়েছে। তা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীকেও প্রভাবিত করবে। গত সপ্তাহে সিরিয়ার আল তানফকে লক্ষ্য করে দুটি ড্রোন হামলা চালানো হয়। ইরাকের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত আল হারির বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়। পশ্চিম ইরাকের আল আসাদ বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে দুটি ড্রোন এবং বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে যুক্তরাষ্ট্র ও জোট বাহিনীকে লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানো হয়।

হামাসের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ইসরাইলি নারী একজন শান্তিকর্মী, বলছে তার নাতি

গাজা (এজেন্সী) : সোমবার ইউশেভেদ লিফশিৎজ নামে এক ইসরাইলী নারীকে মুক্তি দেয় হামাস। তিনি একজন শান্তিকামী অধিকারকর্মী, যিনি স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে গাজায় অসুস্থ ফিলিস্তিনিদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে সহায়তা করে আসছেন। দাদীর বিষয়ে বলতে যেয়ে তার নাতি রয়টার্সকে এসব তথ্য দেন। হামাস বলছে তারা লিফশিৎজ (৮৫) ও দ্বিতীয় এক নারী, নুরিৎ কুপার (৭৯) কে স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তি দিয়েছে। এই দুইজনসহ ২০০ জনেরও বেশি জিম্মিকে ৭ অক্টোবরের হামলার সময় জিম্মি করে সংগঠনটি। এ হামলায় ১ হাজার ৪০০ ইসরাইলি নিহত হন। লিফশিৎজ ও তার ৮৩ বছর বয়সী স্বামী ওদেদকে দক্ষিণ ইসরাইলে গাজা সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত নির ওজ কিব্বুৎজ এ অবস্থিত তাদের নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়।

সোমবার দিনের শেষভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসব তথ্য জানানো হয়। ওদেদ এখনো বন্দী আছেন বলেও জানায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। দাদীর মুক্তি নিশ্চিত হওয়ার আগে নাতি ড্যানিয়েল লিফশিৎজ রয়টার্স কে তেল আবিবে জানান, তারা মানবাধিকার কর্মী। তারা তাদের সারা জীবন শান্তির জন্য কাজ করেছেন। তিনি আরও জানান, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, প্রতি সপ্তাহে তারা অসুস্থ ফিলিস্তিনিদের পশ্চিম তীর নয়, বরং গাজা উপত্যকা থেকে এরেজ সীমান্ত দিয়ে নিয়ে এসে ইসরাইলি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন, যাতে তারা ক্যান্সারসহ সব ধরনের রোগের চিকিৎসা পান। এই ২ নারীর আগে আরও ২ নারীকে মুক্তি দেওয়া হয়। শুক্রবার হামাস যুক্তরাষ্ট্রের এক নারী ও তার কন্যা সন্তানকে মুক্তি দেয়।

ইসরাইলি হামলায় ২ সপ্তাহে অন্তত ৫ হাজার ৮৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে আছেন ২ হাজার ৫৫টি শিশু। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই তথ্য জানিয়েছে।

সংরক্ষণ লবণাক্ত জলের কুমির, যেগুলো খোলা পরিষ্কার জলেতেও থাকতে পারে

ইন্দোনেশিয়ায় কেন এত কুমিরের আক্রমণ?

বাঙ্কা : গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন বাঙ্কা দ্বীপে তার বাড়ির পাশেই একটা গর্তের মতো জায়গা থেকে জল আনতে যান সারিয়া, তখন তিনি জানতেনই না যে সেখানেই একটা তিন মিটার লম্বা লবণাক্ত জলের কুমির রয়েছে এবং তার জল ভরার দিকে নজর রাখছে।

জলটা ছিল একদমই শান্ত এবং কুমিরের কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি, তাই আমি ভাবলাম যে একটু স্নান করবো। কিন্তু হঠাৎ করে এটা হাজির হয় এবং আমাকে কামড় দেয়, আমার বাম হাত কামড়ে টেনে জলের দিকে নিয়ে যায়, বলেন ৫৪ বছর বয়সী সারিয়া।

সারা বিশ্বের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশি লবণাক্ত জলের কুমিরের হামলার ঘটনা ঘটে থাকে। গত এক দশকে প্রায় এক হাজার এরকম কুমিরের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, যাতে মারা গিয়েছে ৪৫০ জন মানুষ। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) বলছে, এগুলোর মধ্যে প্রায় ৯০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে বাঙ্কা এবং পাশের বেলিতাং দ্বীপে।

বাঙ্কা দ্বীপ হল বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ টিন মাইনিং এলাকাগুলোর একটি।

দ্বীপটির আয়তন প্রায় হাওয়াই দ্বীপের সমান এবং এর জনসংখ্যা ১০ লাখের মতো, যার ৮০ শতাংশই টিনের খনিতে কাজ করে। পরিবেশ সংরক্ষণ গ্রুপ ওয়ালহি জানায়, এই দ্বীপের ৬০ শতাংশেরও বেশি জায়গা এরইমধ্যে টিনের খনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যাদের অনেকগুলোই অবৈধ। বছরের পর বছর মাটির নিচে টিনের সন্ধান এই দ্বীপের বন উজাড় করেছে, ফলে দ্বীপজুড়ে এখন অসংখ্য খানাখন্দ যা দেখতে এখন অনেকটা চাঁদের পৃষ্ঠ বলে মনে হয়। আর এভাবে জমি যখন ফুরিয়ে আসছে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সাগরের দিকে এগুচ্ছেন। যার মানে লবণাক্ত জলের কুমির, যেগুলো খোলা পরিষ্কার জলেতেও থাকতে পারে, তাদের প্রাকৃতিক আবাসও কমে এসেছে। ফলে তারা এখন পরিত্যক্ত ও চালু বিভিন্ন খনিতে মানুষের বাড়িঘরে পাশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, যা থেকে হামলার ঘটনাও বাড়ছে। গত বছর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শুষ্ক মৌসুম স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ হয়, সারিয়ার বাড়ির সামনের কুয়ো শুকিয়ে যায়। তিন মাসের বিল বকেয়া হলে তার জলের লাইন কাটা পড়ে। ফলে পরিত্যক্ত গর্তগুলোই হয়ে পড়ে তার ও পরিবারের জলের একমাত্র উৎস। সারিয়ার উপর কুমিরের এ হামলার পাঁচ দিন পর আরেক শ্রমিক আরেকটি গর্তের জলেতে টিন ধুতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণে প্রায় মারাই যাচ্ছিল। তারা মাথা, কাঁধ ও হাত মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। লবণাক্ত জলের কুমির হল সবচেয়ে দীর্ঘাকার সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী। একটা পূর্ণবয়স্ক কুমির লম্বায় ৭ মিটার বা ২৩ ফিটেরও বেশি হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজারের মতো লবণাক্ত জলের কুমির রয়েছে, আর ইন্দোনেশিয়া হল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। যদিও ইন্দোনেশিয়ায় ঠিক কতগুলো এরকম কুমির রয়েছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। ইন্দোনেশিয়ায় কুমির হল সংরক্ষিত প্রাণী। কিন্তু বাঙ্কা দ্বীপে যে কোন হামলার পর তাদের কোন সংরক্ষণ সংস্থার কাছে দেয়ার বদলে সাধারণত সেই কুমিরকে মেরে ফেলা হয়। কারণ স্থানীয় অনেকের বিশ্বাস কোন কুমিরকে উদ্ধার করে এই এলাকা থেকে অন্য জায়গায় নেয়া তাদের গ্রামের জন্য অশুভ, একারণেই তারা সেটাকে হত্যা করে এবং আচার মেনে পুড়িয়ে ফেলে।

এনদি রিয়াদি, যিনি এই দ্বীপের একমাত্র বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও সংরক্ষণ কেন্দ্র 'আলোবি' পরিচালনা করেন, তিনি বিবিসিকে বলেন তার দলকে প্রায়ই কুমির বাঁচাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে বিবাদে জড়াতে হয়। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আলোবি কুমির ও প্যাঙ্গোলিনসহ বেশ কয়েক ধরনের বন্যপ্রাণীকে আশ্রয় দিয়ে থাকে। এগুলোর বেশিরভাগই হয় চোরাচালানের সময় কর্মকর্তারা জব্দ করেছেন অথবা মানুষের সঙ্গে মারামারির পর উদ্ধার হয়েছে। আলোবিতে এখন ৩৪টি উদ্ধার করা কুমির আছে, একটা টেনিস কোর্টের অর্ধেক সমান পুকুরে তাদের রাখা হয়েছে। লোহার বেড়া দিয়ে জায়গাটা ঘেরা যাতে তারা অন্যদিকে চলে যেতে না পারে ও অন্য কোন প্রাণীকে আক্রমণ না করে। দিনের বেশিরভাগ সময় এর জল শান্তই দেখা যায়, কুমিরগুলো বিরাট বিরাট পাথরের মতো জলেতে স্থির ভেসে থাকে। কিন্তু খাবার সময়, তারা একরকম দৌড়ে বেড়ার কাছে চলে আসে এবং তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়া মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।

মি. রিয়াদি জানান, এগুলোকে এখানে রাখা বেশ খরচের ব্যাপার। আলোবি সরকারের কাছ থেকে সরাসরি কোন অর্থ পায়না এবং বিভিন্ন অনুদানের উপর নির্ভর করে। এই আশ্রয়কেন্দ্র তাই স্থানীয় গরুর খামার যারা চালান তাদের সাথে মিলে কাজ করে যাতে কম খরচে এই মাংসাশী প্রাণীদের খাবার দেয়া যায়।

মাসে হয়তো একবার আমরা পুরো একটা আস্ত গরু পাই ওদের জন্য। যদি কোন খামারির গরু মারা যায় তাহলে সেটা আমরা এদের খাওয়াই, বলেন মি. রিয়াদি। তিনি জানান এরকম ধরে ধরে কুমির নিয়ে গিয়ে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখাও হয়তো সামনে সম্ভব হবে না, কারণ এরইমধ্যে অতিরিক্ত কুমিরের জায়গা দিতে হয়ে হয়েছে তাদের। আবার তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়ারও কোন সুযোগ নেই।

দশমীর রাতে ধামসা মাদলের তালে চা বলয়ের শ্রমিকরা মেতে উঠেন। এলাকার ছোট থেকে বড় সকলেই এই মেলায় ছুটে আসেন। এ যেন এক মিলন উৎসব

জালাপিগুড়ি ঃ দশমীর রাতে ধামসা মাদলের তালে চা বলয়ের শ্রমিকরা মেতে উঠেন। এলাকার ছোট থেকে বড় সকলেই এই মেলায় ছুটে আসেন। এ যেন এক মিলন উৎসব।
বিজয়া দশমীতে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে মেলার আয়োজন করা হয়, যাকে এলাকার বাসিন্দারা নাচের মেলা বলে থাকেন। ধামসা মাদলের তালে আদিবাসী নিত্যে মেতে ওঠেন চা বলয়ের মানুষজনেরা। চলে রাতভর বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুর্গাপূজা শুধু বাঙ্গালির উৎসব নয়, এখানে আসলেই দেখা যাবে বাঙ্গালী, আদিবাসী, নেপালী, মুসলিম সকল স্তরের মানুষের একত্রিত হয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করতে। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলা, এই মেলা নাচের মেলা নামে পরিচিতি এলাকায়। জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় দুর্গাপূজা মেলা কমিটির সদস্যরা জানাচ্ছে ১৯৮৩ সাল থেকে এখানে দুর্গাপূজার পর দশমীতে মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাচ ও গানে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন এদিন।

আগামীকাল হাওড়ায় দুর্গা পুজোর কার্নিভাল

কলকাতা ঃ আগামীকাল হাওড়ায় দুর্গা পুজোর কার্নিভাল। দুর্গা পুজোর বিসর্জন উপলক্ষে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই কার্নিভালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূত্রের খবর হাওড়া শহর এলাকার ১৯ টি সেরা পুজোর ক্লাব এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবে। বিকেল চারটে নাগাদ এই কার্নিভাল শুরু। চলবে রাত ন'টা পর্যন্ত। প্রশাসনিক সূত্রে খবর রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া সদরের সাংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলাশাসক দীপাপ প্রিয়া পি, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এখানে উপস্থিত থাকবেন।

বিজয় দশমীর দিন গভীর রাতে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি এবং বাজি তৈরি করার মসলা উদ্ধার করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ

মেদিনীপুর ঃ বিজয় দশমীর দিন গভীর রাতে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি এবং বাজি তৈরি করার মসলা উদ্ধার করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। দশমীর রাত বারোটা নাগাদ কোলাঘাট থানার গ্রামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে শব্দ বাজিয়ে এবং বাজিয়ে তৈরি করার মসলা উদ্ধার করল পুলিশ। তমলুকের sdpo সাকিব আহমেদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোলাঘাটের পূর্ণ চন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে কে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি এবং বাজি তৈরি করার মসলা উদ্ধার করেন। ইতিমধ্যে ওই বাড়ি থেকে পূর্ণচন্দ্র বাবুকে আটক করে নিয়ে যায় কোলাঘাট থানার পুলিশ। অন্যদিকে শব্দবাজি কে নিরাপদ নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যায়। পুজোর মধ্যে এত বারুদ উদ্ধার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে।

'দুর্গারত্ন' পুরস্কার ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। কলকাতা এবং জেলা মিলিয়ে চার পুজো কমিটিকে এই 'দুর্গারত্ন' পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে

কলকাতা ঃ মা ফিরে গিয়েছেন কৈলাসে। তাই মন ভারাক্রান্ত। কিন্তু চলছে শুভ বিজয়ার শুভচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টিমুখ। এরই মাঝে আরও এক সুখবর। এবার 'দুর্গারত্ন' পুরস্কার ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। কলকাতা এবং জেলা মিলিয়ে চার পুজো কমিটিকে এই 'দুর্গারত্ন' পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের বিচারে সেরা, এমন চার পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হবে বলেই জানা গিয়েছে রাজভবন সূত্রে। এমনকী এই পুরস্কার এবছর থেকেই চালু হয়ে গেল বলে জানা যাচ্ছে।
কারা পাচ্ছে পুরস্কার?
প্রত্যেকবারের মতো এবারেও বেশকিছু পুজো বিশেষভাবে সারা ফেলে দিয়েছে শহর কলকাতাজুড়ে। আবার বিভিন্ন জেলার কিছু পুজোও যথেষ্ট ক্রাউড পুলার হিসেবে উঠেছ এসেছে। এক্ষেত্রে রাজ্যপালের দুর্গারত্ন পুরস্কার পাচ্ছে, টালা প্রত্যয়, নেতাজি কলোনি লো ল্যান্ড, বরানগর বন্ধুদল স্পোর্টিং ও কল্যাণী লুমিনাস ক্লাব। এই চার পুজো কমিটিকে মোট ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার রাজভবনের।
এই বছর দেবীপক্ষের শুরু থেকেই বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এমনকী কুমোরটুলিতেও যান তিনি। সেখানে এক শিল্পী রাজ্যপালকে লক্ষ্মী গণেশের প্রতিমা উপহার দেন। এছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রিন থেকে লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, বিভিন্ন কমিটির পুজো মণ্ডপ ও প্রতিমা ঘুরে দেখেন তিনি। একইসঙ্গে কল্যাণীর আইটিআই মোড়ের লুমিনাস ক্লাবেও পুজোতেও গিয়েছিলেন তিনি।

দুর্গাপূজায় দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসে বাইকের সঙ্গে যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক যুবক এবং আহত এক জন

ইটাহার ঃ দুর্গাপূজায় দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসে বাইকের সঙ্গে যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক যুবক এবং আহত এক জন। এদিন পথ দূর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার নন্দন গ্রাম হঠাৎ পাড়া এলাকায় রাজ্য সড়কে। ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইটাহার থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানাযায়, ডালখোলা থানার খেমপুর এলাকার বাসিন্দা লক্ষীরাম মার্ডি দুর্গাপুজা উপলক্ষ্যে ঘুঘুডাঙা এলাকায় দিদির বাড়ি ঘুরতে এসেছিল। এদিন ওই যুবক বাইক নিয়ে তার এক আত্মীয়কে নন্দনগ্রাম মোরে রেখে ঘুঘুডাঙা দিদির বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় ইটাহার থেকে নন্দন গ্রাম মুখী একটি যাত্রীবাহী আটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় নন্দন গ্রাম হঠাৎ পাড়া এলাকায়।

ফিরহাদ হাকিম, কলকাতা পুরসভার মেয়র বাজে কদমতলা ঘাট পরিদর্শনে এসে প্রেস কনফারেন্স

কলকাতা ঃ আজকে প্রতিমা নিরঞ্জনের দ্বিতীয় দিন। কলকাতা পুরসভা, কলকাতা পুলিশ যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য তৎপর। আমরা ক্রেন নামিয়েছি। প্রতিমা যাতে জলে বেশিক্ষণ না পড়ে থাকে তার জন্য আমরা প্রচুর সংখ্যক ক্রেনের ব্যাবস্থা করেছি। প্রতিটি দফতরের ত্বক্স রা রয়েছেন। কলকাতা পুলিশ law and order maintain করছে। আজ, কাল, পরশু কলকাতার বিভিন্ন ঘাট গুলোয় ৪৯১ টা বিসর্জন হয়েছে গতকাল। ২৪৫১ কালকে সমস্ত কলকাতার ঘাট গুলিতে হয়েছে বিসর্জন। আশা করছি এই সংখ্যাটা আরো বাড়বে আজ। গড়িয়া অঞ্চলে পুকুরগুলিতে ৪১১ টা বিসর্জন হয়েছে গতকাল।
কার্নিভালের দিন আরো প্রতিমা নিরঞ্জন হবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?? ¯ সেইদিন ৮০¯৮৫ টা প্রতিমা নিরঞ্জন হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেইদিন এখানেই প্রতিমা নিরঞ্জন হবে তাই এখানেই arrangement রাখছি আমরা।। একটি ক্লাবের এক পুজোর উদ্যোক্তা বলছেন পুলিশ প্রশাসন তাদের পুজো বাঁধা দিয়েছেন বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের পুজো ¯ পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে দিতে হবে। আমার নিজের পুজোতেও unexpected ভিড় হয়ে গিয়েছিল তখনও আমার পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি পুজো উদ্যোক্তরা এই দায়িত্বগুলি নিতে পারেন তাহলে পুলিশ তাদের কাজ থেকে সরে যাবে। এবং কলকাতা হাইকোর্টের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে তারা নিজেরা নিজেদের মতো পুজো করবেন। পুজো শেষ হতেই জেলায় জেলায় সংঘর্ষ ¯ এখানে যা হয় তা তৃণমূলের নামে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কারোর সাথে ব্যাক্তিগত ঝামেলা অশান্তি হলে সেটাও তৃণমূলের নামে চাপানো হয়। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ইন্ডিয়ার বদলে ভারত ¯ ওনারা ভয় পাচ্ছেন। Indian constitution কিভাবে চেঞ্জ করবেন?? এইগুলো নিম্ন মানের পলিটিক্স। Dyfi এর লক্ষীর ভান্ডার ¯ মমতা দির দেখা পথে যদি কোনো পার্টি উন্নয়ন করতে চায় এতে কি বলার আছে? মহুয়া মিত্র ¯ আমরা সবাই পাশে আছি।

চাঁচল থানার কলিগ্রামের প্রানসাগরে তৃণমূল ও জোটের সংঘর্ষে উত্তপ্ত

মালদা ঃচাঁচল থানার কলিগ্রামের প্রানসাগরে তৃণমূল ও জোটের সংঘর্ষে উত্তপ্ত। বুধবার ভোররাতে তৃণমূলের প্রধান রেজাউল খানের বাড়িতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়।সকালেই প্রধানের অনুগামীরা চাঁচল আশাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের ঘটনাস্থলটি প্রধান ও জোট এলাকার ২০০ মিটারের পার্থক্য।
জোটের কর্মীরাও তেড়ে আসে অবরোধ স্থলে। দুই তরফে চলে লাঠালাঠি। প্রধানের ছোট ভাই রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। প্রধান পক্ষের প্রায় ১০ জন রক্তাক্ত হয় বলে দাবি।জোট পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হয়।ঘটনার সূত্রপাত মহালয়ার দিন থেকে। মাঠে খেলা নিয়ে প্রধান ও জোটের কর্মীদের বচসা হয়। খেলা শেষে প্রধানের ভাই ইমরান খান বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরলে চলন্ত অবস্থায় কাঠের বাটাম মারে জোটের কর্মীরা। মাথায় গুরুতর চট পায়। মালদায় চিকিৎসা করানো হয়।
ফের সপ্তমীর রাতে জোটের এক কর্মী বিশুর বাড়িত ভয়াবহ আগুন লাগে।সেই আগুন নাকি প্রধান ও তার ভাইরা লাগিয়েছে।এমনটাই অভিযোগ তুলেছিল জোট। ফের আজ বুধবার প্রধানের বাড়িতে আগুন লাগে।পথ অবরোধ চললে দুই পক্ষের কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

ট্রেনে কাটা পড়ে মহিলার মৃত্যু

শিলিগুড়ি ঃ আমবাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার।মৃত মহিলার নাম রুবি সরকার(৪০)।বাড়ি আমবাড়ি সংলগ্ন ভোটপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্বামী স্ত্রী মিলে রেল লাইন পার হচ্ছিলো। সেই সময় বেলাকোবার দিক থেকে আসা একটি ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে মহিলার। রেল লাইনের পাশে ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ও রেল পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

ঝাড়খণ্ডে সৃষ্ট নিম্নচাপের জেরে ধারাবাহিক বৃষ্টিতে ফের জলের তলায় সিমলাপালের লক্ষীসাগর সংলগ্ন পাথরডাঙ্গা ভেলাইডিহা সেতু

বাঁকুড়াঃ ঝাড়খণ্ডে সৃষ্ট নিম্নচাপের জেরে ধারাবাহিক বৃষ্টিতে ফের জলের তলায় সিমলাপালের লক্ষীসাগর সংলগ্ন পাথরডাঙ্গা ভেলাইডিহা সেতু। ফলে লক্ষীসাগর বাঁকুড়া ভায়া হাড়মাসড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ। চরম সমস্যায় সিমলাপাল ও তালডাংরা ব্লক এলাকার একটা অংশের মানুষ। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালে বিগত বাম আমলে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে সিমলাপালের পাথরডাঙ্গা ভেলাইডিহা এলাকায় শিলাবতী নদীর উপর এই কজওয়ে তৈরী হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন মন্ত্রী উপেন কিস্কু। কিন্তু অল্প বৃষ্টিতেই বছরে একাধিকবার জলের তলায় এই সেতু চলে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েন ওই এলাকার অসংখ্য মানুষ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপরে উল্টে গেল একটি বাসভর্তি লরি

শিলিগুড়ি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপরে উল্টে গেল একটি বাসভর্তি লরি বুধবার দুপুর নাগাদ কটনাটি করেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকায় ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই তবে এই দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয় পরে ঘটনাস্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে গাড়িটিকে উদ্ধার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

চিকিৎসক ডাঃ প্রীতি রানী তারার মৃত্যু নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী) ঃ জেলার বিখ্যাত মহিলা চিকিৎসক ডাঃ প্রীতি রানী তারার মৃত্যু নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। ঝুমরিতিলাইয়া প্রসবের পর তার মৃত্যু হয়। ডাঃ প্রীতি রানী তারা ছিলেন একজন গাইনোকোলজিস্ট এবং সার্জন। তথ্য অনুযায়ী, ডাঃ প্রীতিকে প্রসবের জন্য ডাঃ অলংকৃতা মন্ডলের ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল। দুদিন আগে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মেয়ের জন্ম হয়। কিন্তু প্রসবের পর সন্ধ্যায় তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে অন্য একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে গেলে গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। এখানে, ডাঃ প্রীতি রানী তারার স্বামী ডাঃ পরিমল তারা (সদর হাসপাতাল, কোডারমা) ফেসবুক ওয়ালে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন এবং ডাক্তার অলংকৃতা মন্ডলের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ করেছেন। ডাক্তার পরিমল তারাও ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট লিখে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। ডাঃ পরিমল তারা ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন কেন??? যাকে যেতে হবে সে অবশ্যই যাবে, যাকে আসতে হবে সে অবশ্যই আসবে। কিন্তু এই সময়ে, যখন আমি শান্ত মনে ভাবি, তখন আমার মনে কিছু প্রশ্ন আসে যা আমাকে এবং চিকিৎসা জগতের প্রতিটি ডাক্তারকে ভাবতে বাধ্য করবে কেন যে কোনও অপারেশনের আগে আমরা প্রি-অপ অ্যাণ্টি বাযোটিকস ইনজেকশন দেই, প্যান, ওন্ডেম ইত্যাদি কিন্তু প্রীতিকে শুধুমাত্র মেট্রোন ইনফিউশন দেওয়া হয়েছিল। নার্সকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল অপারেশন থিয়েটারের ভিতরে দিয়ে দেওয়া হয়। আমি যখন অপারেশন থিয়েটারে দেখি, শুধু জীবন রক্ষাকারী ওষুধ এবং চেতনানাশক ওষুধ রাখা ছিল। এ ছাড়া ডঃ অলংকৃতা মন্ডলের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন ডা. পরিমল তারা তবে এসব অভিযোগের জবাব দেননি ডক্টর অলংকৃতা মণ্ডল।

দুর্গা পূজা শেষ, এবার বিজয়াদশমী উপলক্ষে মিষ্টিমুখের পালা

জলপাইগুড়ি ঃ দুর্গা পূজা শেষ, এবার বিজয়াদশমী উপলক্ষে মিষ্টিমুখের পালা। তাই জলপাইগুড়িতে মিষ্টির দোকান গুলিতে উপচে পড়েছে। বিজয়া দশমীতে নিজেরা যেমন মিষ্টিমুখ করছে সাধারণ মানুষ তেমনি প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনদেরও মিষ্টিমুখ করাতে আগাম বায়না দিয়ে মিষ্টির দোকানে পছন্দ মত মিষ্টি বানিয়ে নিচ্ছে অনেকে। যার ফলে বিজয় দশমীতে জলপাইগুড়ি তে বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়েছে। এবার স্পেশাল সীতাভোগ, জিলাপি, মিহিদানা সহ বিভিন্ন মিষ্টি বিকচ্ছে দেদারে। মিষ্টির বিক্রির বাহার দেখে খুশি দোকানদারা। এক দোকানদারের দাবি বিজয়া দশমী উপলক্ষে স্পেশাল কিছু মিষ্টি বানানো হচ্ছে। প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অন্যদিক মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এক গ্রাহক জানান বিজয়া দশমীতে বরাবরই আমরা নিজেরা যেমন মিষ্টিমুখ করি তেমনি প্রিয়জন ও গুরুজনদের মিষ্টি মুখ করিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে যাই।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে জাঁকজমকের সাথে পূজা কার্নিভ্যালে

শিলিগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে জাঁকজমকের সাথে কার্নিভ্যালের আয়োজন করতে চলেছে শিলিগুড়ি পৌরনিগম ও রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। একশোর বেশি শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবে এই কার্নিভ্যালে। অংশ নেবে এক ডজন ক্লাব। তারা নিজেদের প্রতিমা প্রদর্শন করবে। আরভতার আগে বুধবার কার্নিভ্যালের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন কার্নিভ্যালের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুর কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অভিষেক গুপ্তা সহ অন্যান্যরা।

অ্যাসিড দগ্ধ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাস্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে মহানবমীর রাত্রে রাত ভোর চললো চটুল নাচের আসর, মঞ্চে স্বল্প বসনা নর্তকি, উড়ছে টাকা, সাথে মদ ও জুয়ার আসর, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষই, শুরু হয়েছে জোড় বিতর্ক

মালদা ঃ দেবিপক্ষের সূচনার দিনে বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী যে এলাকা থেকে অ্যাসিড দগ্ধ ক্ষত বিক্ষত এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ সামনে এসেছিল।সেই জায়গা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে মহানবমীর রাত্রে চটুল নাচের আসর। মঞ্চে স্বল্পবসনা নর্তকি। সাথে চলছে জুয়ার ঠেক। রাতভর উড়ল মদের ফোয়ার। এই ধরনের আসরে পার্শ্ববর্তী বিহার থেকে সমাজ বিরোধীদের আগমন হওয়া স্বাভাবিক মত এলাকাবাসীর। পুলিশ কেন অনুমতি দিল উঠেছে প্রশ্ন। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে এলাকার মেয়েরা। যে কোনো সময় ফের ভয়াবহ বিপদ ঘটে যেতে পারত এমনটাও আশঙ্কা এলাকার লোকেদের। চটুল নাচের আসরে লেগেছে রাজনীতির রং। কংগ্রেস সিপিআইএম জোটের অভিযোগ এই আসরের পেছনে তৃণমূল নেতাদের মদত রয়েছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি মদত রয়েছে জোটের। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ বিজেপির। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভাটল এলাকায় চটুল নাচের আসর নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই নাচের আসর থেকেই মাত্র এক কিলোমিটার দূরে কুশিদার চোচপাড়া বাঁধ এলাকা রোডে সকালে অ্যাসিড দগ্ধ ক্ষত বিক্ষত এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। যে ঘটনায় শিউরে উঠেছিল সারা বাংলা।এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। ঘটনার দশ দিনের মধ্যেই ওই ঘটনাস্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে ভাটল গ্রামে মহানবমীর রাত্রের রাতভর চলল চটুল নাচ। সাথে মদের আসর এবং জুয়ার ঠেক। মহানবমীর রাত্রে যেখানে রাতভর দর্শনার্থীরা বিভিন্ন এলাকায় ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে। সেই সময় এই ধরনের আসরের অনুমতি কেন এবং কিভাবে দিল পুলিশ। প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এলাকার সংস্কৃতিকে কলুষিত করা হচ্ছে এমনটা অভিযোগ এলাকাবাসীর। এমনকি কিছুদিন আগে ঘটা মর্মান্তিক ওই ঘটনার কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। আর তার মধ্যেই এই ধরনের আসর চললেও পুলিশ নীরব দর্শক। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে সরব বিরোধীরা।

সম্প্রীতির নির্দশন সাড়ে তিনশো বছর ধরে অটুট রয়েছে মালদহের চাঁচলে

মালদা ঃ সম্প্রীতির নির্দশন সাড়ে তিনশো বছর ধরে অটুট রয়েছে মালদহের চাঁচলে। পুরনোরীতি মেনে মঙ্গলবার গোধূলি লগ্নে মা চন্ডীকে লণ্ঠনের আলো দেখিয়ে বিদায় জানালেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা।সম্প্রীতির এই দুর্লভ ছবি দেখা গেল চাঁচলের সতীঘাটে।
চাঁচোল এর রাজা রাম চন্দ্র রায় বাহাদুর আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগে এই পুজোর শুভ আরম্ভ করেছিলেন। রাজবাড়ির পূজো নামে পরিচিত চাঁচল এর এই ৩৫০ বছরের পুরনো পুজো।
বর্তমানে রাজা নেই রাজার রাজত্ব নেই কিন্তু রয়ে গিয়েছে রাজ আমলের রীতি। আর সেই রীতি মেনেই দশমীর দিন গোধূলি লগ্নে চাচল পাহাড়পুরের চন্ডী মন্দিরের সামনে ঠিক ২০০ মিটার দূরে সতীঘাটে নীরঞ্জনে গেলেন মা চন্ডী। নীরঞ্জন প্রাক্কালে মহানন্দার ওপারের শৈফুদ্দিন ও আকবর আলীরা লঃঠনের আলো দেখিয়ে মা চন্ডীকে বিদায় জানালেন।

কান্দিতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ। আহত ৮

মুর্শিদাবাদ ঃ দশমীর রাতে উতপ্ত হল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ।কান্দি পৌরসভার অন্তর্গত রূপপুরে পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনুগামী বনাম ১০নং ওয়ার্ডের পৌর সদস্যর স্বামীর অনুগামীদের বচসা হয়। আর সেই বচসা থেকেই মারামারির ঘটনা ঘটে । উতপ্ত হয় এলাকা।দুই পক্ষের মারামারি জেরে আহত হয় প্রায় ৮জন। আহত অবস্থায় সকলকেই কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কান্দি থানার পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কৈলাস পৌঁছনের আগে উমার বিশ্রাম তিস্তাপাড়ে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ভান্ডানিতে একাদশী তিথিতে পুনরায় উমা পূজিত হন বন দূর্গা মা ভান্ডানি রূপে। কথিত আছে মা দুর্গা সপরিবারে কৈলাস যাত্রার সময় এই স্থানে বিশ্রামের জন্য থেমে ছিলেন। সেই থেকে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে দশমীর পরের দিন গ্রামের মন্দিরে দুহাত বিশিষ্ঠ উমার আরেক রূপ মা ভান্ডানি কেউবা বলে বন দূর্গা পূজো দিয়ে আসছেন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার জেলার জনপদের একটি বড় অংশ। মা ভান্ডানি দুর্গার অপর একটি রূপ বলেই লোকাচার, বাঘের পিঠে বসে থাকেন দেবী।শিলিগুড়ি, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার মানুষের কাছে খুব জাগ্রত দেবী বলেই বিশ্বাস এই মা ভান্ডানি। বুধবার সকাল থেকেই তিস্তা পাড়ের বার্নিশ গ্রাম মুখি কাতারে কাতারে ভক্ত,প্রাচীণ প্রথা মেনে মা ভান্ডানিকে উৎসর্গ করা হয় ছাগ সহ কবুতর, উমার বিদায়ের দুঃখ যেন অনেকটাই চাপা পরে যায় এই বন দূর্গা বা মা ভান্ডানির পুজোকে ঘিরে নতুন করে সৃষ্টি হওয়া উৎসবের আমেজে।

ফের লোকালয়ে প্রবেশ করে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু হল এক বুনো দাঁতাল হাতি

আলিপুরদুয়ার ঃ ফের লোকালয়ে প্রবেশ করে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু হল এক বুনো দাঁতাল হাতি।ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনি ব্লকের উত্তর মেন্দাবাড়ি এলাকায় একটি সুপারি বাগানে বুধবার সকালে একটি বুনো দাঁতাল হাতির মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকার বাসিন্দারা । দাঁতাল হাতির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা বনদফতরে খবর দেয় ।। স্থানীয়রা জানান বিদ্যুৎ দফতরের তার সুপারি বাগানে অনেক নিচ দিয়ে গিয়েছে সেই তারে বুনো দাঁতাল হাতি শুঁড় দেওয়ার দরুণ মৃত্যু হয়েছে দাঁতাল হাতির । ঘটনাস্থলে জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা পৌছেছে ।

কোচবিহারে প্রশাসনিক উদ্যোগে হবে কার্নিভাল

কোচবিহার ঃ কোচবিহারে প্রশাসনিক উদ্যোগে হবে কার্নিভাল। শহরের বিশ্বসিংহ রোডে এই কার্নিভাল ঘিরে প্রশাসনিক ততপরতা শুরু হয়েছে। আগামীকাল ৩০ টি প্রতিমা নিয়ে পুজো উদ্যোক্তারা কার্নিভালে অংশ নেবেন। এই উপলক্ষে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জানা গেছে বিশ্বসিংহ রোডে সকাল ১১ টা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে যানবাহন চলাচল।

মহেশতলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক বাইক আরোহী গুরুতর আহত আরো এক

কলকাতা ঃ মহেশতলা চন্দননগর বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড ২৪৭ নম্বর পিলার এর কাছে বাইক নিয়ে যাবার সময় ঠিক তার পেছন থেকে গ্যাস বোঝাই ট্রাক বেপরোয়া ভাবে ধাক্কা মারে বাইক আরোহীকে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বাইক আরোহীর পিছনে থাকা যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহেশতলা থানার পুলিশ স্থানীয়রা মৃত দেহ তুলতে বাধা পুলিশকে বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বাঙালী মহিলারা ঐতিহ্য অনুসারে মেতে উঠলেন সিন্দুর খেলায়

চাস ঃ দশমীর সকালে বিধিসম্মত ভাবে পূজার পর বাঙালী মহিলারা ঐতিহ্য অনুসারে মেতে উঠলেন সিন্দুর খেলায়। বঙ্গ ভারতী, কালীবাড়ি, সেক্টর ওয়ান সি, চাস সহ বিভিন্ন বঙ্গভাষী পরিচালিত পুজো গুলিতে। সাথে ঢাকের বাজনা, অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। বিকেল থেকে মা দূর্গার বিসর্জন শুরু হয়েছিল, ছেলে মেয়ে, পুরুষ মহিলা সবাই ঢাকের তালে নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার দু পাশে বহু মানুষ মা দূর্গার শোভাযাত্রা উপভোগ করছিলেন। এভাবেই শেষ হল এবারের দূর্গাপূজা এবং অবশ্যই শান্তিপূর্ণভাবে। বঙ্গ ভারতীর সিন্দুর খেলায় ছিলেন দীপা সরকার, সুলেখা সরকার, সুস্মিতা, মামনি, মীনা, রেবা, দীপিকা ও প্রতিমা মল্লিক।

পরিকাঠামো উন্নয়ন কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেন বাতিল কয়েকটি বিশেষ ট্রেনের সময়সূচীর সংশোধন

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে)ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে বকো, বামুনিগাঁও, শিংরা এবং ধূপধরা স্টেশনে পোস্ট নন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেকশন দিয়ে চলাচলকারী নীচে উল্লিখিত কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ট্রেনের বাতিলকরণ ঃ

২৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ১৫৪১৭ (আলিপুরদুয়ার জং.শিলঘাট টাউন) রাজ্যরানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।

২৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ১৫৪১৮ (শিলঘাট টাউনআলিপুরদুয়ার জং.) রাজ্যরানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়াও, অন্যান্য ট্রেনগুলির চলাচলকে সুগম করার জন্য ট্রেন নং. ০৪৬৫৩০৪৬৫৪ (নিউ জলপাইগুড়িঅমৃতসরনিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল এবং ট্রেন নং. ০৫৬১৬-০৫৬১৫ (গুয়াহাটিউদয়পুর সিটি গুয়াহাটি) স্পেশালের সময় পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং. ০৪৬৫৪ (অমৃতসরনিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে সংশোধিত সময়ে প্রতি বুধবার চলবে। ট্রেনটি অমৃতসর থেকে ৮.৪০ ঘন্টায় ছাড়বে এবং ১৭.৪৫ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৪৬৫৩ (নিউ জলপাইগুড়িঅমৃতসর) স্পেশাল ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে সংশোধিত সময়ে প্রতি শুক্রবার চলবে। ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ৬৪৫ ঘন্টায় ছাড়বে এবং ১৬.২০ ঘন্টায় অমৃতসর পৌঁছাবে। ট্রেন নং ০৫৬১৬ (গুয়াহাটিউদয়পুর সিটি) স্পেশাল ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে সংশোধিত সময়ে চলাচল করবে। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ১৮.০০ ঘন্টায় ছাড়বে এবং উদয়পুর সিটি ১৩.৪৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে । ট্রেন নং. ০৫৬১৫ (উদয়পুর সিটিগুয়াহাটি) স্পেশাল ০১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে সংশোধিত সময়ে চলাচল করবে। ট্রেনটি উদয়পুর শহর থেকে ১৩.৪৫ ঘন্টায় ছাড়বে এবং ২৩.৩০ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ এবং সময়ের বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং এনটিইএস এর মাধ্যমে উপলব্ধ হবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে। যাত্রীদের তাদের ভ্রমণ যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিস্তারিত যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোকারোতে চারিদিকে উৎসবের রেশ

সংবাদদাতা

বোকারো ঃ বোকারো জেলায় মোট ৩৩০ টি দুর্গাপুজো হচ্ছে । বোকারো শহরে এবং চাসে শুক্রবার বিকাল থেকে মানুষের ঢল নেমেছে , গতকাল সন্ধ্যা থেকে মন্ত্রচ্চারণের মধ্যে মা দুর্গার পট খুলে গেল, চারিদিকে উৎসবের রেশ । বঙ্গভারতীর ৫৮ বছরের দুর্গাপুজো উদ্বোধন করতে এলেন বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক অত্নু ভৌমিক ,যিনি রাউরকেলা স্টিল প্লান্টেরও ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক, সঙ্গে ছিলেন বি এস এল'এর অধিশাসী নির্দেশক (ওয়ার্কস) বি কে তিওয়ারী , অধিশাসী নির্দেশক (এম এম) অমিতাভ শ্রীবাস্তব , এনাদের আপ্যায়ন করার দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গভারতীর সভাপতি সংগ্রাম সিংহ, সচিব জয়ন্ত মল্লিক, পুলক ঘোষ , সজল সরকার , পার্থ সরকার , , দীপা সরকার, প্রতিমা মল্লিক , সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী , দীপু পাল , সুপ্রিয়া মল্লিক , সুলেখা সরকার সহ অন্যান্য সদস্যগণ । অন্যদিকে বোকারো কালীবাড়িতেও দুর্গাপুজো নিয়ে বঙ্গভাষীদের ভিড় সকাল থেকে লেগে আছে ।

সেক্টর নাইন 'এর বৈশাখী মোড় এর পুজো বরাবরের মত এবারেও বিশাল আকারের কলকাতার ইস্কন মন্দির এর আদল , যা দেখতে বিশাল ভিড় হচ্ছে।

ওড়িশার রাজ্যপাল রঘুবর দাসকে স্বাগত জানিয়েছেন আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই)ঃ ওড়িশার নবনিযুক্ত রাজ্যপাল এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসকে জামশেদপুর থেকে রাঁচি যাওয়ার সময় চান্ডিল ব্লকের চিলগুতে একটি দুর্দান্ত স্বাগত জানানো হযল। আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো রাজ্যপাল রঘুবর দাসকে একটি অঙ্গবস্ত্র এবং একটি পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে স্বাগত জানান। এই সময়ে, রঘুবর দাস আজসু নেতা হরেলাল মাহাতোর উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য আশীর্বাদ করেন। এই সময়কালে, রঘুবর দাস আজসু পার্টির মূল কর্মসূচিতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং হরেলাল মাহাতোর কাজ সম্পর্কে তথ্য নেন। ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে রঘুবর দাস বলেন, ইচাগড় বিধানসভা খুবই পিছিয়ে পড়া এলাকা, হরেলাল বাবু, আপনি পরিশ্রম করুন, চিত্র পাল্টে যাবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চান্ডিল ব্লক সভাপতি দুর্যোধন গোপ, রুদ্রপ্রতাপ মাহাতো, বীরেন লায়ক, অনন্ত গোপ, অনুপ গোরাই, সনত মাহাতো, সন্তোষ মাহালি, শিব মাহাতো প্রমুখ।

গাজার উত্তরের অনেক এলাকা মাটির সাথে মিশে গেছে

গাজা ঃ গাজায় চলতে থাকা ইসরায়েলি বিমান হামলায় এখন পর্যন্ত ৪৩০০'র বেশি মানুষ মারা গেছে বলে বলছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা বিমান হামলায় গাজার উত্তরাঞ্চল ও এর পার্শ্ববর্তী এলকাগুলো প্রায় মাটির সাথে মিশে গেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে ইসরায়েলের বিমান হামলায় মারা যাওয়া মানুষের অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু। এর মধ্যে শনিবার রাতেই বোমা হামলায় অন্তত ৫৫ জন মারা গেছেন বলে দাবি করছে হামাস। জাতিসংঘ বলছে, এখন পর্যন্ত গাজার ১৪ লাখের বেশি বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যাদের মধ্যে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত ১৪৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে থাকছেন। গাজায় উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ ভবন ইসরায়েলি বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জাতিসংঘের স্কুল ও হাসপাতালগুলোতে আশ্রয়ও নিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। তবে সেসব হাসপাতালও এখন খালি করতে বলা হচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, গাজার উত্তরের আল কুদস হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এই হাসপাতালে বর্তমানে ৪০০ রোগী এবং ১২ হাজার বাস্তুচ্যুত বেসামরিক নাগরিক রয়েছেন। হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো শুরু থেকেই হাসপাতাল খালি করার নির্দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আসছে। ডাক্তারদের একটি গ্রুপ, ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস ইসরায়েল বলছে যে, আল কুদস হাসপাতাল খালি করা যাবে না, সে বিষয়টিতে জোর দিয়ে ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্টে তারা একটি আবেদন করবেন। শিশুদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন বলছে, গাজায় দশ লক্ষেরও বেশি শিশুর জীবন 'অনিশ্চয়তার মধ্যে' কাটছে। অসুস্থ ও আহত শিশুদের গাজা থেকে বের করে নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। পাশাপাশি, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা ও বিদ্যুৎ সংকট থাকায় সেখানে শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা আরো বড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্র মধ্য প্রাচ্যে মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম পাঠাচ্ছে পেন্টাগন জানিয়েছে তারা মধ্যপ্রাচ্যে টার্মিনাল হাই আল্টিচিউড এরিয়া ডিফেন্স (টিএইচএএডি) সিস্টেম পাঠাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। এর সাথে বিশেষ ধরনের বিমান প্রতিরক্ষা সিস্টেমও পাঠানো হচ্ছে ঐ অঞ্চলে। স্বল্প ও মধ্যম রেঞ্জের বালিস্টিক মিসাইল আঘাত করার কিছুক্ষণ আগে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম এই টিএইচএএডি সিস্টেম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন জানিয়েছেন এই সিস্টেমগুলোর পাশাপাশি 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত' অতিরিক্ত সৈন্যও পাঠানো হচ্ছে ঐ এলাকায়। তবে কী সংখ্যক সৈন্য পাঠানো হবে তা নিশ্চিত করেননি মি. লয়েড। পেন্টাগনের সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে বলা হয় যে 'মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও অন্যান্য শক্তির উত্তেজনা বৃদ্ধি'কে কেন্দ্র করে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

টুকরো খবর

ক্ষমতা নিয়েই চীনকে বাড়াবে চান মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট

মালে ঃ মালদ্বীপের মাটিতে কোনো বিদেশি সামরিক বাহিনী অবস্থান করুক, আমরা সেটা চাই না...মালদ্বীপের জনগণকে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং (ক্ষমতা গ্রহণের) প্রথম দিন থেকেই আমি সেটি পালন করবো। গত মাসে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় লাভ করা ডক্টর মোহামেদ মুইজ মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের চলে যেতে বলার ক্ষেত্রে মোটেও সময় নষ্ট করতে রাজী নন। আগামী নভেম্বর মাসের শেষের দিকে মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার কথা রয়েছে মিস্টার মুইজের। বিবিসিকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কয়েকদিন পরেই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করেছেন এবং তাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতীয় প্রতিটি সৈন্যের এখান (মালদ্বীপ) থেকে চলে যাওয়া উচিৎ। মালদ্বীপ দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় বলয়ে রয়েছে। কাজেই মিস্টার মুইজের এই দাবির ফলে দিল্লি ও মালের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হতে পারে বলে।

গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস্টার মুইজের বিজয়ী হওয়াকে ভারতের জন্য একটি ধাক্কা হিসাবে দেখা হচ্ছিলো। কারণ ২০১৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই মালদ্বীপের সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সোলিহ্, যিনি নির্বাচনে মিস্টার মুইজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ভারতের সাথে দেশটির ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিলেন। অন্যদিকে নির্বাচনে যে জোটটি মিস্টার মুইজেকে সমর্থন দিয়েছে, তারা সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মিস্টার সোলিহ'র ইন্ডিয়া ফার্স্ট নীতিকে মালদ্বীপের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করে। মিস্টার মুইজের এই জোট চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে। চীন ইতিমধ্যেই অবকাঠামো ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণ এবং অনুদান হিসেবে মালদ্বীপে কয়েক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে, ভারতও দেশটিকে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করেছে। কারণ তারা ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নজরদারিতে কৌশলগত জায়গা থেকেই মালদ্বীপে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে চায়। এ অবস্থায় মালদ্বীপ থেকে যদি ভারতীয় সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেটি হবে দিল্লির জন্য একটি বড় ধাক্কা।

কিন্তু দিল্লির পক্ষ থেকে মালদ্বীপকে ২০১০ এবং ২০১৩ সালে যে দু'টি হেলিকপ্টার এবং ২০২০ সালে যে ছোট একটি উড়োজাহাজ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিলো, সেটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ক্ষোভ ইন্ডিয়া আউট বা ভারত খেদাও আন্দোলনকে বেগবান করছে। দিল্লির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, উড়োজাহাজটি মূলত ঃ অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে অসুস্থ ব্যক্তিদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে।

কিন্তু ২০২১ সালে মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিলো যে, উড়োজাহাজটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রায় ৭৫ জন সদস্য দেশটিতে অবস্থান করছে। এটিই মালদ্বীপের জনসাধারণের মনে সন্দেহ ও ক্ষোভ বাড়িয়ে দেয়। কারণ তাদের অনেকেই মনে করেন যে, ভারত তার সৈন্যদেরকে মালদ্বীপের মাটিতে রাখার জন্যই অনুসন্ধান কাজে ব্যবহারের নামে উড়োজাহাজটি এনেছে।

বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিস্টার মুইজ আরও বলেন, ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিতি মালদ্বীপকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে, বিশেষ করে যখন হিমালয় সীমান্তে ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়তে দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক এই ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়ানোর জন্য মালদ্বীপ খুবই ছোট দেশ। আমরা এর মধ্যে ঢুকবো না। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বিবিসি'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মালদ্বীপের সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মিস্টার সোলিহ্ বলেন, ভারতীয় সেনাদের উপস্থিতি নিয়ে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেটি আসলে অতিরঞ্জিত। তিনি বলেন, মালদ্বীপে বিদেশি সামরিক বাহিনীর কোন সক্রিয় সদস্য নেই। বর্তমানে এখানে যেসব ভারতীয় ব্যক্তিরা অবস্থান করছেন, তারা সবাই মালদ্বীপ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধীনে কাজ করছেন। তবে এটা কেবল উড়োজাহাজের ব্যাপার নয়। মিস্টার মুইজ বলছিলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের সাথে মালদ্বীপে যত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার সবগুলোই পর্যালোচনা করতে চান তিনি। আমরা জানি না সেখানে (চুক্তিগুলোতে) কী আছে। এমনকি সংসদে বিতর্কের সময় কিছু সংসদ সদস্যও বলেছেন যে, তারা জানেন না সেখানে কী আছে। আমি নিশ্চিত যে, আমরা এটি খুঁজে বের করবো।বলছিলেন তিনি।

মিস্টার মুইজ নির্বাচনে জয় লাভ করার পরপরই পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছিলেন যে, মালেতে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত তাকে সাথে সাথে অভিনন্দন জানান। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও বলেছিলেন যে, তিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছেন এবং প্রথাগত বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাস্তব সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরও গভীর করতে সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুইজের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত।

মিস্টার মুইজও মালদ্বীপে চীনা অবকাঠামো প্রকল্পের বিষয়টি বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছেন। বিনিয়োগগুলো মালে শহরকে নতুন করে সাজিয়েছে এবং এর বাসিন্দারাও সেটির সুবিধা ভোগ করছেন। তবে তিনি চীনপন্থী প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

আমি একজন মালদ্বীপপন্থী ব্যক্তি। আমার কাছে মালদ্বীপ সবার আগে, আমাদের স্বাধীনতা সবার আগে। কাজেই আমি কোনো দেশের পক্ষে বা বিপক্ষে নই।বলছিলেন তিনি। মিস্টার মুইজ এটি বললেও তার বিরোধী জোটে সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিনের দলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যিনি মালদ্বীপের সাথে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যখন ভারত এবং পশ্চিমা ঋণদাতারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ইয়ামিনের সরকারকে ঋণ দিতে রাজী হচ্ছিলো না, তখন তিনি বেইজিংয়ের কাছ থেকে কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই ঋণ সহায়তার প্রস্তাব পান এবং সেটি গ্রহণ করেন। যদিও মিস্টার ইয়ামিন বর্তমানে দুর্নীতির মামলায় ১১ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। এরপর তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে যোগ দেন, যার লক্ষ্য চীনের সাথে বিশ্বের বাকি অংশের সড়ক, রেল এবং সমুদ্র সংযোগ গড়ে তোলা। মিস্টার ইয়ামিন মালদ্বীপের গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি। আর সে কারণেই মিস্টার মুইজকে তার প্রতিনিধি হিসাবে দেখা হচ্ছিলো। নির্বাচনে জয় লাভের পরপরই মিস্টার ইয়ামিনকে কারাগার থেকে সরিয়ে রাজধানী মালেতে কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে গৃহবন্দী রাখার নির্দেশ দেন মিস্টার মুইজ। কিন্তু দিল্লির সাথে মিস্টার ইয়ামিনের সম্পর্ক কিছুটা অস্বস্তিকর এবং উত্তেজনাপূর্ণ। কাজেই ভারতের সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখাই এখন মিস্টার মুইজের নতুন জোটের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মিস্টার মুইজ এখন ইয়ামিনের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে প্রস্তুত তিনি। আর এক্ষেত্রে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার কারণে তাকে অভ্যন্তরীণভাবে খুব বেশি প্রতিরোধের মুখেও পড়তে হবে না, অন্তত ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে। মালদ্বীপকে ভারতের বলয় থেকে সরিয়ে নিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে দিল্লিকে রাজী করানোই হবে তার প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্পাদকীয়

ব্যাঙ্গালোরে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানে পুলিশের বাধা

পাকিস্তানের একজন সমর্থক 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেয়ার সময় পুলিশ এসে তাকে স্লোগান দিতে মানা করেন, এমন একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে গত রাতে। এটা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটেছে। এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশের পোশাকে এক ব্যক্তি পাকিস্তানের জার্সি গায়ে এক সমর্থককে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলা থেকে বিরত থাকতে বলছেন। পাকিস্তানের সমর্থককে বলতে শোনা গেছে, পাকিস্তান থেকে এলে তো পাকিস্তান জিন্দাবাদই বলবো, তাই না? পাকিস্তানের খেলা হচ্ছে এখানে। এরপর পাকিস্তানের সেই সমর্থক মোবাইল বের করে ভিডিও ক্যামেরা অন করে বলেন, আপনি আমার ক্যামেরায় বলুন যে আমি পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে পারবো না। একই সময়ে স্টেডিয়ামে 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগানে কোনও আপত্তি জানাননি সেই পুলিশ অফিসার। বিবিসি হিন্দি থেকে ব্যাঙ্গালোর পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তারা কিছু বলেননি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রথমে এই ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে পাকিস্তানের সুপরিচিত সমর্থক মোমিন সাকিবের টুইটার একাউন্ট থেকে। তিনি নিজের ভেরিফাইড টুইটার একাউন্টে ভিডিওটি পোস্ট দিয়ে লিখেছেন, এটা হতাশার ও কষ্টের যে খেলার মধ্যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে দিচ্ছে না মাঠে। তার মতে এটা খেলার নীতির

বিরুদ্ধে পুরোপুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ও ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, তাদের উচিৎ ঘটনাটা খতিয়ে দেখা। সবার বিশ্বকাপ নিরাপদ থেকে উপভোগ করার এখতিয়ার আছে। আমি কোনও দেশ সম্পর্কেই নেতিবাচক কথা শুনতে চাই না। মোমিন সাকিব পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেট সমর্থকদের একজন। তিনি ২০১৯ বিশ্বকাপে একটি সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের পরিস্থিতি হাস্যকর উপায়ে উপস্থাপন করতে গিয়ে উর্দুতে 'মারো মুঝে মারো' বলে তুমুল পরিচিতি লাভ করেছিলেন। মোমিন সাকিবের মতে এই পুলিশ অফিসার ভারতের সবার প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি লিখেছেন, যাই বলেন না কেন, এটা ঠিক না। নিরাপত্তা মানে সবাইকে খেলা উপভোগ করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া। ক্রিকেট সব মানুষকে এক করার একটা মাধ্যম। ভারতের একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক অশোক সোয়াইন নিজের টুইটার একাউন্টে ভিডিওটি শেয়ার দিয়ে লিখেছেন, উগ্রবাদী হিন্দুরা ভারতকে একটা জঘন্য কৌতুকে পরিণত করেছে। আবার অনেক ভারতীয়দের টুইটার একাউন্টে এই পুলিশ অফিসারকে সাধুবাদ জানানো হচ্ছে। কেউ কেউ লিখছেন, উচিত কাজ করেছে এই পুলিশ অফিসার। গতরাতে পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হেরে গেছে। এই কদিন আগেও বলা হচ্ছিল, পাকিস্তানের বোলিং লাইনআপ বিশ্বের সেরা, কিন্তু এই বক্তব্য নিয়ে এখন উঠেছে প্রশ্ন। খোদ পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও কিংবদন্তী ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরাম প্রশ্ন তুলেছেন, কে বলছে এটা? পাকিস্তান বিশ্বের সেরা বোলিং লাইন আপ?। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনার সময় ওয়াসিম আকরাম বলেন, হ্যাঁ, শাহীনকে সময়ের অন্যতম সেরা বলা যায়। কিন্তু হারিস রওফ তো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেনি, তাই ওয়ানডে ক্রিকেটে যে তার এই অবস্থা হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। হারিস রওফ গত ম্যাচে ৮ ওভারে ৮৩ রান দিয়েছেন। একটা পর্যায়ে তার বোলিং ফিগার ছিল চার ওভারে ৫৯ রান। পার্টটাইমার ইফতিখার আহমেদ ছাড়া পাকিস্তানের সব বোলারই ওভারপ্রতি পাঁচের ওপর রান দিয়েছেন। হারিস রওফ দিয়েছেন ১০ এর ওপর, উসামা মির দিয়েছেন ৯ এর ওপর। মোহাম্মদ নাওয়াজের ইকোনমিক রেট ছিল ৬.১৪, হাসান আলি দিয়েছেন ওভারপ্রতি ৭.১২। তবে শেষদিকে বল হাতে নিয়ে শাহীন শাহ আফ্রিদি পাঁচ উইকেট নিয়েছেন এবং তিনি ১০ ওভারে ৫৪ রান দিয়েছেন। পাকিস্তান চলতি বিশ্বকাপে প্রথম চার ম্যাচে দুইবার সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি বা তার বেশি রান হজম করেছে। ভারতের বিপক্ষেও পাকিস্তানের বোলাররা তেমন হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। ওয়াসিম আকরামের মতে, টিটোয়েন্টি ক্রিকেটে চার ওভার বল করা আর ওয়ানডে ক্রিকেটে ১০ ওভার বল করা যে আলাদা ব্যাপার এটা এবার টের পাচ্ছে পাকিস্তানের বোলাররা। প্রথমে ভারত, এরপরে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর অস্ট্রেলিয়া অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ এ। এরপর শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ চারে জায়গা করে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ৬২ রানের এই জয়ে ভূমিকা রেখেছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শ। এই দুজন মিলে গড়েছেন ২৫৯ রানের উদ্বোধনী জুটি। এটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটি। ২০১১ ক্রিকেট বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার উপুল থারাঙ্গা ও তিলেকরত্নে দিলশানের ২৮২ রানের জুটি আছে এক নম্বরে। ডেভিড ওয়ার্নার গতকাল ১২৪ বলে ১৬৩ রানের একটি ইনিংস খেলেছেন। এটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়ার্নারের পঞ্চম শতক। ১০ রানের মাথায় ওয়ার্নারের একটা সহজ ক্যাচ ছেড়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের উসামা মির।ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম বলেন, ওয়ার্নারকে সুযোগ দিলে তিনি আপনাকে শাস্তি দিবেনই।

গাজায় প্রবেশের আগে ইসরায়েলের যত হিসাব নিকাশ

বেশ কয়েকদিন ধরে ইসরায়েল আভাস দিয়ে যাচ্ছে যে, তাদের বিশাল সৈন্য বাহিনী হামাসকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে গাজায় অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তুত।

ইসরায়েলের ডিফেন্স ফোর্সআইডিএফের তিন লাখ সংরক্ষিত সেনা সদস্যকে ডাকা হয়েছে এরই মধ্যে। গাজা সীমান্তের অন্যপাশে ইসরায়েল অংশের ছোট ছোট শহর, মাঠ আর

ফ্রাঙ্ক গার্ডনার
প্রাবন্ধিক

শস্যক্ষেত সব এখন ট্যাংক, গোলা বারুদ এবং ভারী অস্ত্রে সুসজ্জিত হাজারো সেনা সদস্য দিয়ে ভর্তি। ইসরায়েলি বিমান ও নে। বাহিনী যত হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের সন্দেহজনক আস্তানা ও অস্ত্রাগার আছে - সেসব লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। এসব হামলায় অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক মারা যাচ্ছেন ও আহত হচ্ছেন, আর অল্প সংখ্যক হামাস নেতা মারা পড়ছেন। গাজার একটি হাসপাতালে বিস্ফোরণের ফলে যে বিপুল মানুষ হতাহত হয়েছে, তা এই অঞ্চলের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যদিও এ হামলার দায় অস্বীকার করে দু'পক্ষই একে অন্যকে অভিযুক্ত করছে।

কিন্তু কেন এখনো গাজায় অভিযানের ঘোষণা দিয়েও তা শুরু করছে না ইসরায়েল? এর পেছনে আসলে অনেকগুলো কারণ আছে।

চলতি সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তাড়াহুড়ো করে ইসরায়েল সফর জানান দেয় পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে হোয়াইট হাউজ কতোটা চিন্তায়। ওয়াশিংটনের দুশ্চিন্তার জায়গা দুটো : মানবিক বিপর্যয় ক্রমেই বেড়ে যাওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সংঘাত ছড়িয়ে পড়া।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে পরিস্কার করে জানিয়েছেন, যে গাজা থেকে ২০০৫ সালে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল ইসরায়েল, সেটা আবারও দখলে নেয়ার বিরুদ্ধে তিনি। তার ভাষায়, এটা হবে 'একটা বড় ভুল'।

সরকারিভাবে তার এই ইসরায়েল সফরের প্রধান কারণ মধ্যপ্রাচ্যে অ্যামেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান এবং একইসাথে গাজা নিয়ে ইসরায়েলের পরিকল্পনা শোনা।

তবে অপ্রকাশিত কারণ হল মি. বাইডেন এই সফরে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর চরমপন্থী সরকারকে একটু ছাড় দেয়ার ব্যাপারে কথা বলবেন। যুক্তরাষ্ট্র জানতে চায়, ইসরায়েল যদি গাজায় প্রবেশ করে, তবে তারা সেখান থেকে কখন ও কীভাবে বের হওয়ার পরিকল্পনা করছে।

ইসরায়েল যদি গাজায় পুরোমাত্রার সামরিক অভিযান চালাতে চায়, তাহলে সেসময় তেল আবিবে এয়ারফোর্স ওয়ান হাজির থাকাটা অ্যামেরিকা ও ইসরায়েল কারো জন্যই ভালো দেখায় না।

আল আহলি হাসপাতালে ভয়াবহ বিস্ফোরণের আড়ালে চাপা পড়ে যাওয়া এই সফরে জো বাইডেন প্রকাশ্যেই ইসরায়েলের যে বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ইসরায়েল দাবি করেছে, একটা ফিলিস্তিনি রকেট ভুল করে এই হাসপাতালে পড়লে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

তবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলছে হাসপাতালটি ইসরায়েলি বিমান হামলার শিকার।

ওই বিস্ফোরণে মৃত্যুর সংখ্যা যা কয়েকশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিবিসি স্বাধীনভাবে এ বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে।

গত কয়েক দিনে ইরান স্পষ্ট হুমকি দিয়ে বলেছে গাজায় ইসরায়েল যে ঘৃণ্য হামলা চালাচ্ছে তার যথাযথ উত্তর দেয়া হবে। এখন এটার মানে কী?

ইরান মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠীকে তহবিল, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণও করে থাকে।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর লেবাননের হেজবুল্লাহ, যাদের অবস্থান একেবারে ইসরায়েলের উত্তর সীমান্ত ঘেঁষে।

হেজবুল্লাহ ২০০৬ সালে ইসরায়েলের সাথে এক রক্তক্ষয়ী ও বিধ্বংসী যুদ্ধে জড়ায়, যখন ইসরায়েলের আধুনিক সব অস্ত্র প্রতিপক্ষের পরিকল্পিত হামলা এবং লুকানো মাইনের কাছে হার মানে।

তারপর থেকে ইরানের সহায়তায় হেজবুল্লাহ পুনরায় নতুন করে নিজেদের সংগঠিত করেছে এবং ধারণা করা হয় তাদের কাছে এখন অন্তত দেড় লাখ রকেট ও মিসাইল আছে, যার অনেকগুলোই দূরপাল্লার এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম।

ফলে একটা হুমকি তো আছেই যে যদি ইসরায়েল গাজায় অভিযান শুরু করে তাহলে হেজবুল্লাহ হয়তো ইসরায়েলের উত্তর সীমান্ত দিয়ে পাল্টা হামলা শুরু করবে, যা তাদের দুই দিকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

তবে এর কোনই নিশ্চয়তা নেই যে হেজবুল্লাহ বাহিনী এসময় এরকম একটা যুদ্ধে জড়াবে। বিশেষ করে যখন ভূমধ্যসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি রণতরী প্রস্তুত হয়ে আছে যে কোন সময় ইসরায়েলকে সহায়তা করার জন্য।

এটি বরং ইসরায়েলকে ভরসা দিচ্ছে যে হেজবুল্লাহর দিক থেকে যদি কোন আঘাত আসে তাহলে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে।

তবে এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে ২০০৬ সালের যুদ্ধের সময় হেজবুল্লাহর একটি অত্যাধুনিক অ্যান্টিশিপ মিসাইল ইসরায়েলের একটি যুদ্ধজাহাজকে আঘাত করতে পেরেছিল।

ইসরায়েলি সরকার গাজা থেকে হামাসকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়টি যেন বাকি বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

টানা ইসরায়েলি বিমান হামলায় যখন ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু সংখ্যা বাড়তে শুরু করে, তখন সারা বিশ্ব সাতই অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর ইসরায়েলিদের দিকে যে সমবেদনা দেখিয়েছে, সেটা আস্তে আস্তে বিমান হামলা বন্ধ ও নিরাপরাধ গাজাবাসীকে রক্ষার দিকে গিয়েছে।

যদি কখনো ইসরায়েলি বাহিনী স্থল অভিযান শুরু করে তাহলে হতাহতের এ সংখ্যা আরও বাড়তেই থাকবে।

ইসরায়েলি সেনারাও মারা পড়বে, গুপ্ত হামলা, স্নাইপার এবং বুবি ট্র্যাপে - আর বেশিরভাগ যুদ্ধই হয়তো হবে মাটির নিচে ছড়িয়ে থাকা মাইলের পর মাইল টানেলে।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত এর মূল্য হয়তো দিতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার জন্য একটা খুবই খারাপ মাস যাচ্ছে।

শিন বেত, তাদের ঘরোয়া গোয়েন্দা সংস্থা, হামাসের এত বড় মারাত্মক হামলা আগে থেকে আঁচ করতে না পারায় কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছে।

গাজার ভেতরে তাদের তথ্যদাতা এবং স্পাইয়ের একটা নেটওয়ার্ক থাকার কথা যারা হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের নেতাদের গতিবিধির উপর নজর রাখবে।

কিন্তু এরপরও সেই ভয়ংকর শনিবারের সকালে যা ঘটেছে তা ১৯৭৩ সালের ইয়ম কিপুর যুদ্ধের পর দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা ব্যর্থতা বলে মনে করা হচ্ছে।

ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা সেটি কাটিয়ে উঠতে গত ১০ দিন ধরে অবিরাম কাজ করছে। হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের নাম শনাক্ত করতে এবং তাদের কোথায় রাখা হয়েছে সেই অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য তারা কাজ করছে।

একইসাথে হামাস নেতারা কোথায় লুকিয়ে আছে সেটার তথ্য দিয়েও তারা সহায়তা করছে আইডিএফকে।

ফলে এই সম্ভাবনাও আছে যে তারা তথ্য সংগ্রহের জন্য আরেকটু সময় চেয়েছে যাতে, সামরিক অভিযান শুরু হলে উত্তর গাজার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়ে হামলার শিকার হওয়ার চেয়ে একেবারে নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে পারে।

ইসরায়েলের একের পর এক বিমান হামলার পরও হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ গোষ্ঠী তাদের কার্যক্রম চলমান রেখেছে এবং তাদের নিশ্চয় ইসারয়েলি সৈন্যদের জন্য পরিকল্পিত হামলার নকশা ও ফাঁদ পাতা থাকবে। যা মাটির নিচে টানেলে ইসরায়েলিদের জন্য আরও বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে।

ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের লক্ষ্য হবে তাদের সেসব অবস্থান খুজে বের করে আইডিএফকে সতর্ক করে দেয়া।

সাময়িকী

সারোগেসি : আইনের বাধা এড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে গর্ভ 'ভাড়া করা' চলছেই

সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে পর্যটনের জন্য প্রতি বছর অনেকে পাড়ি জমালেও, এখানে যে 'মাতৃগর্ভ' ভাড়া করার খোঁজেও কেউ কেউ আসেন সেটি অনেকেরই অজানা। বছর তিনেক আগে আমফান ঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবনের গোসাবা থেকে আরও খানিকটা ভেতরে এক প্রত্যন্ত গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করতে গিয়ে কলকাতার সুমন্ত দে এবং তাঁর সঙ্গীদের কিন্তু সেরকম অভিজ্ঞতাই হয়েছিল । সুমন্ত দে বলছিলেন, আমরা সুন্দরবনের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে

রূপসা সেনগুপ্ত
কলামিস্ট

ত্রাণ সামগ্রী দিতে গিয়েছিলাম। আমফানের পর সেখানকার পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ, তবে আমরা তার জন্য কিছুটা হলেও প্রস্তুত ছিলাম। যার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না, তা হল ওই গ্রামে একাধিক সারোগেট মায়ের উপস্থিতি। বছর ২৫-৩০ এর বেশ কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হল, যারা সন্তানসম্ভবা। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তাঁরা সারোগেট মা, অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এদের প্রত্যেকেই ভীষণ দরিদ্র। কেউ দেনা জর্জরিত জীবন থেকে থেকে রেহাই পেতে, কেউ বা অন্য কোনও পারিবারিক কারণে, সারোগেট মা হতে রাজি হয়েছেন অর্থের বিনিময়ে, বলছিলেন মি. দে। এর মাঝে, বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। ২০২২ সালে দেশে সারোগেসি সংক্রান্ত আইনকানুনের বেশ কিছু রদবদলও হয়েছে। কিন্তু মি দে বা তাঁর সঙ্গীদের স্মৃতি থেকে ওই মায়েদের কথা মুছে যায়নি। জন্মের পর, ভূমিষ্ঠ সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া সব চাইতে কঠিন কাজের মধ্যে একটা, বলছিলেন মি. দে। এ বছর কলকাতায় তাঁদের পাড়ার দুর্গাপুজো, শ্যামবাজার পল্লীসঙ্ঘের দুর্গামণ্ডপে দুর্গা প্রতিমার হাতে অস্ত্র নেই, মা রয়েছেন ছাপোষা শাড়িতে।

আর মণ্ডপ জুড়ে রয়েছেন এদেশের সেই সব মায়েরা যারা তাঁদের গর্ভ 'ভাড়া' দিয়েছেন, তাঁদের কথা। মণ্ডপের দেওয়াল জুড়ে সেই সব মায়েদের কথাই ফুটে উঠেছে। কলকাতার শ্যামবাজার পল্লীসঙ্ঘের এবারের থিম 'সন্ধিতে' মাতৃত্বের সেই ভিন্ন ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে।

বাণিজ্যিকভাবে সারোগেসি ভারতে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ পয়সার বিনিময়ে সন্তান ধারণের জন্য গর্ভ ভাড়া দেওয়া আইনবিরুদ্ধ। এদেশে এবিষয়ে কড়া আইন রয়েছে যার মূল লক্ষ্য হল, বাণিজ্যিক সারোগেসি এবং এ সংক্রান্ত সমস্ত রকমের অনিয়ম বন্ধ করা, বলছিলেন বন্ধ্যাত্ব ও প্রজনন বিশেষজ্ঞ মাধব চন্দ্র দাস। বিদেশি দম্পতি, প্রবাসী ভারতীয়, একক বাবামা, অবিবাহিত কিন্তু একসঙ্গে থাকেন এমন দম্পতি, সমকামী যুগল - এমন অনেকেই সারোগেসির জন্য এতদিন ভারতকে বেছে নিতেন। সেই চল রুখতে, কড়া আইন পাশ করা হয়েছে এদেশে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ২০০৫ সালে সারোগেসি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। এরপর ২০১০ সালে, সরকার সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) বিলে আরও কিছু নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করে। 'দি অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি অ্যান্ড সারোগেসি অ্যাক্ট', যা ওই দুটির উপর ভিত্তি করে তৈরি, তা ভারতে কার্যকর হয়েছে ২৫শে জানুয়ারি ২০২২ থেকে। এই আইন বলছে এ দেশে সারোগেট মা হতে পারেন সন্তানের পিতামাতার খুব নিকট কোনও আত্মীয়, যার বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে। গর্ভদাত্রী মা একবারের বেশি সারোগেট সন্তান ধারণ করতে পারবেন না। সারোগেট মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারেন যে নিঃসন্তান দম্পতি পিতামাতা হতে চান। তা ছাড়া আর কোনও টাকাপয়সার আদান প্রদান হতে পারবে না। শুধু তাই নয়, আইন লঙ্ঘন করে, মানে অর্থের বিনিময়ে সারোগাসির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ১০ বছরের জেল পর্যন্ত হতে পারে। আইনত নিষিদ্ধ হলেও অর্থের বিনিময়ে সারোগেট মা হয়েছেন, এমন বেশ কিছু ঘটনা কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে এসেছে। চলতি বছরের অগাস্ট মাসে কলকাতা পুলিশ অভিযান চালিয়ে একটি শিশুপাচার চক্রের হদিশ পায়, যারা অর্থের বিনিময়ে সারোগেট মা খুঁজে দেয়ার মতো কাজও করত। সেই চক্রের মূল চাঁই, এজেন্ট, সাবএজেন্ট সহ প্রায় ১০০ জনকে ওই অভিযানে আটক করে পুলিশ। অভিযান চলাকালীন দক্ষিণ কলকাতার একটি নামকরা আইভিএফ ক্লিনিকের খোঁজও মেলে, যারা ওই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। সে সময় কলকাতা পুলিশ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিল, মমতা পাত্র নামে এক মহিলাকে তাঁরা গ্রেফতার করেছে, যিনি নিজে অর্থের বিনিময়ে সারোগেট মা হয়েছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার ওই আইভিএফ ক্লিনিকের সঙ্গে মিস পাত্রের যোগাযোগ ছিল বলেও পুলিসের তরফে সে সময় সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তিনি এজেন্ট মারফত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের পয়সার বিনিময়ে গর্ভধারণের জন্য প্রস্তাব দিয়ে যোগাযোগ করতেন বলেও জানানো হয়েছিল।

ভারতে অনেক নারী যে কারণে দুর্গাপুজোয় অংশ নেন না

অমিতাভ ভট্টশালী

অনেক বাঙালি হিন্দু নারী এ বছরও দুর্গাপুজোয় অংশ নিতে পারবেন না, যে রীতি চলে আসছে বহু যুগ ধরে। হিন্দু শাস্ত্রে বলা আছে রজঃস্বলা নারী, অর্থাৎ পিরিয়ড চলছে এমন নারীরা কোনও ধরনের পুজো অর্চনা করতে পারেন না, কারণ ওই কয়েকটা দিন তাদের 'অশৌচ'। তবে এবারে কলকাতার একটি সর্বজনীন দুর্গাপুজো রজঃস্বলা নারীদেরও পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যদিও হিন্দু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা শাস্ত্রবিরোধী।

এর আগে কোনও কোনও নারী বিচ্ছিন্নভাবে পিরিয়ডের সময়ে পুজো করার ছবিসহ পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে এবং ট্রলের শিকার হয়েছেন। কিন্তু দুর্গাপুজোর মতো একটা সর্বজনীন উৎসবের মাঝে ঋতুস্রাব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে প্রচার, বেশ সাহসী উদ্যোগ বলেই অনেকে মনে করছেন। দুর্গাপুজো কবে পড়েছে, সেই তারিখটা দেখে নিয়ে কোনও বছর নিশ্চিন্ত হন ইংরেজির অধ্যাপিকা মহুয়া ভৌমিক। আবার কোনও বছর এমনও হয়েছে যে পুজোর মধ্যেই তার ঋতুচক্রের সময় পড়ে গেছে। সেইসব বছরে তিনি পুজো দেন না। যদিও আমার শিক্ষা, নারী সচেতনতা আর নারী অধিকার নিয়ে কাজ, আমার চিন্তাভাবনা বা লেখা আমাকে সব ধরনের কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু আমি এই একটা জায়গায় ব্যর্থ হয়েছি, বলছিলেন মহুয়া ভৌমিক।

তার কথায়, আসলে ছোটবেলা থেকে মাদিদিমা এটা মনের ভেতরে গেঁথে দিয়ে গেছেন যে পিরিয়ডের সময়ে পুজোঅর্চনা করা যায় না, আমি অশুচি, এই সংস্কার থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারি নি এখনও। তিনি বলেন, মানসিকভাবে আমি যে দ্বিধাবিভক্ত, সেটা অবশ্য আমি লুকিয়ে রাখি না। আমার ছাত্রীদের যখন নারী অধিকার বা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু শেখাই বা পড়াই, তখন এটাও বলে দিই যে আমি নিজে এই সংস্কার থেকে বেরতে পারি নি।'' ''আমি বলতেই পারতাম যে আমি এইসব সংস্কার মানি না এবং সবাই সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহও করত না কারণ আমার কাজকর্ম বা চিন্তাভাবনার সঙ্গে এটাই খাপ খায়। কিন্তু আমি আমার ব্যর্থতাটাও তুলে ধরি, বলছিলেন কলকাতার এক কলেজের ইংরেজির ওই অধ্যাপিকা। তার মতো একই ধারণা মাঠাকুমার কাছ থেকে পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রীতিও। পিরিয়ড যে একটা খুব স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, এটা যে নিষিদ্ধ কোনও বিষয় নয়, সেই ধারণাটা অনেকটাই ভেঙ্গেছে, তবে সবাই পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারি নি।

আমি নিজেও পারি নি, কারণ একটা সাধারণ পরিবারের মেয়ে হিসাবে আমাকেও ছোটবেলা থেকে এই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ঋতুকালীন অবস্থায় ঠাকুর ছোঁয়া যাবে না, বলছিলেন প্রীতি। তিনি বলছিলেন, তাতে অমঙ্গল হতে পারে, এরকম একটা ধারণা দেওয়া হয় আমাদের। কে আর বলুন যেচে অমঙ্গল ডেকে আনতে চায়। প্রীতির সঙ্গে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের একটি সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, আয়োজকেরা অবশ্য বলছে যে রজঃস্বলা নারীরা স্বচ্ছন্দে তাদের মণ্ডপে এসে অঞ্জলি দিতে পারেন, কোনও বাধা নেই। তবে হিন্দু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন শাস্ত্র মেনে পুজো করলে এটা করা যায় না। এই সর্বজনীন পুজোর এবছরের থিম বা বিষয়ভাবনার নাম 'ঋতুমতী'। পাথুরিয়াঘাটা পাঁচের পল্লির ওই পুজোটি পরিচালনা করেন নারীরা। মণ্ডপের ভেতরের অঙ্গসজ্জায় বোঝানো হয়েছে ঋতুচক্র বা মাসিক একটি খুব প্রাকৃতিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, এটা কখনই অশুচি করে না নারীদের। ওই পুজো কমিটির প্রধান এবং এলাকার পুরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহা বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, ঋতুচক্রের কারণেই তো নারীরা সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা পায়, মা হতে পারে। অথচ সেটা নিয়েই যত ট্যাবু, লুকোচুরি আর কুসংস্কার চলে আমাদের সমাজে।'' এটা যে একটা খুবই স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া, সেটা না বুঝিয়ে সমাজ আমাদের বোঝায় যে ওই সময়টাতে আমরা অশুচি হয়ে যাই, নোংরা হয়ে যাই। কিন্তু দেখুন কামরূপকামাখ্যা মন্দিরে যে শক্তির আরাধনা হয়, সেটা তো যোনিরূপেরই পুজো। সেই লাল জল আমরা পবিত্র হিসাবে মনে করি, অথচ নারীদের ঋতুচক্রের সময়ে অপবিত্র মনে করা হয়, বলছিলেন মিজ সাহা। তারা দুর্গাপুজোর মতো বিশালাকার সামাজিক প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে তাই ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা আর এর সঙ্গে জড়িত কুসংস্কারগুলোকেই ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন। মিজ সাহার কথায়, কয়েক লক্ষ মানুষ হয়তো আমাদের পুজো প্যান্ডেলে আসবেন, তাদের মধ্যে একশো জনও যদি ওই কুসংস্কারগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন বা ঋতুচক্রের সময়ে কী ধরণের স্বাস্থ্যবিধি পালন করা উচিত তা জানতে পারেন, সেটাকেই আমাদের সার্থকতা বলে মনে করব।

মাসিকের সময়ে যে সব শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ রয়েছে, সেগুলো যে আসলে কুসংস্কার তা তুলে ধরার সঙ্গেই ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতার বিভিন্ন দিকও তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপটিতে। প্যান্ডেলে প্রবেশপথের ঠিক পাশেই রয়েছে ঋতুস্রাবের দাগ সহ স্যানিটারি ন্যাপকিনের বড়সড় একটি মডেল লাগানো একটি শিবির, যেখান থেকে স্যানিটারি প্যাড বিলি করা হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে প্রচারপত্রও। মূল মণ্ডপের ভেতরে যেখানে প্রতিমা রয়েছে, সেখানে কয়েকটি মূর্তি রয়েছে - দুই কন্যাশিশুকে নিয়ে এক মা মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মন্দিরের ভেতরে পুজোর কাজে অংশ নিচ্ছে তার দুই পুত্র শিশু। ওই মা সহ সন্তানদের মূর্তিগুলি যেন দুর্গা এবং দুই কন্যা ও দুই পুত্রকে নিয়ে যে রূপে পূজিত হন দুর্গা, তাদেরই প্রতীক। অসুরকে দেখানো হয়েছে এমন এক প্রতীকরূপে, যেন তিনি নীতি পুলিশ হিসাবে ঋতুমতী নারীদের মন্দিরে প্রবেশ আটকিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের মণ্ডপ জুড়ে আছে চিকিৎসক বা শিক্ষিকা বা যুদ্ধবিমান চালক নারীদের হাতে আঁকা ছবি। আরও রয়েছে আমাদের পাড়ারই অনেক নারীর মুখের ফটো, যারা নিজেদের 'গর্বিত ঋতুমতী' বলছেন। যোনিকে পবিত্র হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, বলছিলেন মিজ সাহা। আবার এমন একটি শিল্পকর্ম রয়েছে মণ্ডপের মাঝখানে, যা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এক নারী ঋতুচক্র সম্বন্ধীয় কুসংস্কারগুলিকে হাত দিয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। বন্ধুদের সঙ্গে ওই মণ্ডপে এসেছিলেন কলেজ ছাত্রী শ্রীপর্ণা মুখার্জি। তিনি বলছিলেন, এরকম একটা থিম খুবই জরুরি। এখনও বহু মানুষ পিরিয়ডের সময়ে কী কী স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা উচিত সেগুলো যেমন জানে না, তেমনই পুজো করতে না দেওয়ার মতো কুসংস্কারও এখনও অনেকেই মেনে চলেন। পিরিয়ড নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলেই ওগুলো থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব। আবার এক শিক্ষিকা মানসী সাহাসরকার বলছিলেন, ব্যাপারটা পুরোটাই তো বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানকে তো মেনে নিতেই হবে। তার সঙ্গে কুসংস্কারকে জড়িয়ে ফেললে তো চলে না। আমরা যদি মনে করি যে ঈশ্বরের কাছে যাব, সেখানে আমার শরীরের পবিত্রতাটাই বড় কথা, সেখানে ঋতুচক্র একটা ফ্যাক্টর হয়ে ওঠার কথা নয়। পিরিয়ডের সময়ে পুজো করা যাবে না, সেই সময়টায় নারীরা অশুচি, অর্থাৎ নোংরা থাকেন, এইসব ধারণা কোথা থেকে এল? হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও পশ্চিমবঙ্গ বৈদিক অ্যাকাডেমির সচিব নবকুমার ভট্টাচার্য বলছিলেন, শাস্ত্রে কোথাও ঋতুচক্র নিয়ে কিছু বলা নেই। যেটা রয়েছে তা হল ক্ষতাশৌচ বলে একটি শারীরিক অবস্থা নিয়ে কিছু নির্দেশ। শরীর থেকে রক্তপাত হলে সেই সময়ে অশুচি হয়ে যায় মানুষ।

পাঠকের চিঠি

ধর্ষণ প্রতিরোধে প্রয়োজন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রসার

জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তরফ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ভারতে মোট ৩১ হাজার ৬৭৭টি ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়েছে। এছাড়া মহিলাদের প্রতি নানা ধরণের হেনস্থার ঘটনা প্রতি ঘণ্টায় জমা পড়েছে ৪৯টি করে। এ পরিসংখ্যান থেকে কার্যত সহজেই অনুমেয় যে ধর্ষণ এখন আর কোনো অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নয় বরং এটি এখন মহামারী হয়ে গেছে। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, এসবের শেষ কোথায়? প্রতিরোধের পথই বা কী? কঠোর শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ষণ নামক অন্যায় আচরণকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও, ধর্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিকৃত চিন্তাপ্রক্রিয়াকে সমূলে উৎপাটন করা হয়তো যাবে না। কারণ, এই অপরাধের প্রাথমিক ভিত্তিই হলো নারীর প্রতি তৈরি হওয়া নেতিবাচক ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্ষকদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রায় সবার মধ্যেই তিনটি মানসিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যর সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। প্রথমত, ধর্ষকেরা অন্যের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল নয়। দ্বিতীয়ত, নারীদের প্রতি একধরনের হিংসাত্মক মনোভাব মনের গভীরে লালন করে। তৃতীয়ত, তারা নিজ আনন্দ লাভের জন্য ন্যায়অন্যায়কে উপেক্ষা করে সবকিছুই করতে প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ তারা খুবই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এই তিন বৈশিষ্ট্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একজন মানুষের মূল্যবোধের অনুপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ছোটবেলায় মানুষের মনন থাকে অনেকটা কাঁদামাটির মতন। অর্থাৎ যে রূপ দেওয়া যায়, সেই রূপই ধারণ করে। এই সময়েই তৈরী হতে শুরু করে মূল্যবোধ। আর মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে ভালোমন্দ এবং ন্যায়অন্যায়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা একজন মানুষের ভেতর চেতন ও অবচেতনভাবে ধীরে ধীরে তৈরি হয়। পার্থক্য নিরূপণের এই ক্ষমতা ছোটবেলা থেকে ঠিকঠাকভাবে বিকশিত না হলে, বড়বেলায় এসে আপনি যতই আইনকানুনের নিষেধাজ্ঞা ও বড় শাস্তির ভয় দেখান না কেন, সুযোগ পেলে ঠিকই স্থান, কাল, পাত্রভেদে অপরাধপ্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তি তৈরি করতে হবে।অবশ্য এক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা পরিবারের।পরিবারের হাত ধরেই শিশুরা শিখবে কীভাবে অন্যের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে হয়, নিজেদের নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সাথে কীভাবে লিঙ্গ, জাত, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সম্মান দিতে ও সকলের দায়িত্ব নিতে হয়। **মিলন মন্ডল, করিমপুর, নদীয়া**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

চালিয়ামায় ফিতা কেটে দুর্গাপূজা প্যান্ডেলের উদ্বোধন করেন ডিআইজি অজয় লিন্ডা

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খরসানা জেলার নিমডিহ ব্লকের চালিয়ামা গ্রামে শ্রী শ্রী সর্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতি যদুখল আযোজিত বিশাল দুর্গা পূজা প্যান্ডেলের প্রধান অতিথি কোলহানের ডিআইজি অজয় লিন্ডা, বিশেষ অতিথি সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলা প্রশাসক রবিশঙ্কর শুক্লা এবং বিশেষ অতিথি পুলিশ সুপার ডক্টর বিমল কুমার ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে ভক্তদের উদ্দেশে প্রধান অতিথি কোলহানের ডিআইজি অজয় লিন্ডা বলেন, তিনি পত্রিকায় দলমা এলাকার কথা পড়তেন। আজ এই এলাকায় পৌঁছে খুব খুশি, এই এলাকার বাসিন্দারা শান্তি এবং প্রশান্তি ভালবাসেন। তিনি বলেন, দলমা আঞ্চলিক সুরক্ষা সমিতির সদস্যরা এবং গ্রামবাসীরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই এলাকাকে মাওবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করতে এবং এই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুলিশ সব সময় সহযোগিতা করবে। মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা, আপনারা সকলে আনন্দের সাথে উৎসবটি উদযাপন করুন। আমরা সবাই জানি যে মন্দের উপর ভালোর জয়, আজ আমরাও শপথ নিই যে আমরা মাওবাদীদের এই এলাকায় ঢুকতে দেব না। এ উপলক্ষে বিশেষ অতিথি জেলা প্রশাসক রবিশংকর শুক্লা সকল ভক্তদের শুভেচ্ছা জানান। বিশেষ অতিথি পুলিশ সুপার তার বক্তব্যে বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবেন এ এলাকার জনগণের পূর্ণ প্রত্যাশা। এর আগে অতিথিদের পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। দলমা আঞ্চলিক সুরক্ষা সমিতির চেয়ারম্যান জলন মার্ডি ডিআইজিকে মা দুর্গার প্রতীক, জেলা প্রশাসককে সচিব রামকৃষ্ণ মাহাতো এবং পুলিশ সুপারকে মা দুর্গার প্রতীক স্বপন দাস উপহার দেন। এই উপলক্ষে পুজো কমিটির সভাপতি রাধা গোবিন্দ সিং, সেক্রেটারি প্রাক্তন মুখিয়া হরিপদ সিং, কোষাধ্যক্ষ তারাপদ রাজাক, মুখিয়া মঙ্গলি সিং, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অরুণ চন্দ্র গোরাই, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সহসভাপতি অশোক কুমার সাও, বিপুল সিং, বুলেট নাগ, পদ্মলোচন সিং, পূর্ব জিপ সদস্য অনিতা পারিত, পদ্মলোচন সিং, হীরালাল মল্লিক, শরৎ সিং, জগদীশ সিং, শ্যামপদ সিং, যুধিষ্ঠির সিং, সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআইতে বিহার কেশরী প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের জন্মবার্ষিকীর আয়োজন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং সিনহার জন্মবার্ষিকী নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই লুপুংডিহে তাঁর ছবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পালিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সিং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তারপরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯১৫ সাল থেকে মুঙ্গেরে অনুশীলন শুরু করেন। তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন (১৯৪৬-৬১)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল ব্যতীত, সিনহা ১৯৩৭ সালে প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সময় থেকে ১৯৬১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে তাকে মোট প্রায় আট বছর বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাসে থাকতে হয়েছিল। সিনহার জনসভায় তার কথা শোনার জন্য প্রচুর ভিড় জমা হতো। জনসাধারণের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁর সিংহের মতো গর্জনের কারণে তিনি বিহার কেশরী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশিষ্ট গান্ধীবাদী বিহারের আলোকিত ব্যক্তি এ এন সিনহা তাঁর শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ১৯২১ সাল থেকে, বিহারের ইতিহাস শ্রী বাবুর জীবনের ইতিহাস। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ১৯২১ সালে আইন ত্যাগ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, শান্তি রাম মাহাতো, পবন কুমার মাহাতো, কৃষ্ণপদ মাহাতো, দেবকৃষ্ণ মাহাতো, অজয় মণ্ডল, গৌরব মাহাতো, নিমাই মণ্ডল, শিশুমতি দাস প্রমুখ।

সমাজকর্মী সহ জেএমএম নেতা সুখরাম হেমব্রম তিরুলডিহতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন

জামশেদপুর(অনিশা গোরাই) ঃ অজিত মাহাতো এবং ধনঞ্জয় মাহাতো, যারা সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলার তিরুলডিহ গুলির ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন, শহীদ দিবসে শহীদ স্থানে পৌঁছে জেএমএম নেতা সহ সমাজকর্মী সুখরাম হেমব্রম শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এই উপলক্ষে, সুখরাম হেমব্রম বলেন, ১৯৮২ সালে সাহসী বিপ্লবী কমরেড অজিত মাহাতো এবং ধনঞ্জয় মাহাতো তিরুলডিহে পুলিশের বুলেটে শহীদ হন। সে সময় স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্র পুরোপুরি খরার কবলে পড়ে। তারা এই এলাকাকে খরা কবলিত ঘোষণাসহ অন্যান্য দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। তারা যেভাবে অধিকার ও শৃঙ্খলার জন্য বিপ্লব শুরু করেছিল, আমরা তা নতুন করে রাখার চেষ্টা করি এবং তরুণ প্রজন্মকে সেই সংগ্রামের কথা জানাতে চাই। তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে আওয়াজ তুলার আহ্বান রয়েছে। সুখরাম হেমব্রম বলেন যে রাজ্যের হেমন্ত সোরেন সরকার অবশ্যই তিরুলডিহ গুলিতে শহীদ পরিবারকে অধিকার দেওয়ার জন্য কাজ করবে। এই সরকার ঝাড়খণ্ডের জনগণের প্রতি খুবই সংবেদনশীল। এর উদাহরণ হলো হেমন্ত সরেন সরকার গুওয়া গুলিকান্ডের শহীদদের পরিবারকে খুঁজে বের করে সরকারি চাকরি দিয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ মণ্ডল, হাড়িরাম সরেন, বুধেশ্বর গোপ প্রমুখ।

বিজয়া দশমীতে সিঁদুর খেলার উৎসবে মগ্ন মহিলা ও যুবতী, সন্ধ্যায় হল রাবণ দহন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ বিজয়া দশমীর শুভ উপলক্ষ্যে চান্ডিল বাজার, স্টেশন বস্তি, রঘুনাথপুর, চিলগু, আদারডিহ, চালিয়ামা, বামনি, ঝিমডি, ইচাগড়, চৌকা, তিরুলডিহ, সিরুম প্রভৃতি স্থানে যুবতী ও মহিলারা উৎসাহের সাথে সিঁদুর খেলা উদযাপন করেছে। সিঁদুর খেলার ঐতিহ্য বহু শতাব্দী প্রাচীন। এই প্রথা প্রায় ৪৫০ বছর আগে শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কিছু জায়গায় এই আচার শুরু হয়। যেদিন দেবী দুর্গাকে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ যেদিন তিনি বিদায় নেন সেই দিন সিন্দুর খেলা পালিত হয়। মা দুর্গার সিঁথিতে সিঁদুরে ভরে তাকে বিদায় জানান। বিজয়াদশমীর দিন, সমস্ত বিবাহিত মহিলারা দেবী দুর্গার উদ্দেশে পান দিয়ে সিঁদুর লাগান। মা দুর্গাকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়। এর পরে, সমস্ত বিবাহিত মহিলারা মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে এবং তারপর একে অপরকে সিঁদুর লাগিয়ে উদযাপন করে। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে নারীরা তাদের বিবাহিত জীবনকে সুখী ও সৌভাগ্যবান করার জন্য প্রার্থনা করেন। মা দুর্গা বিবাহিত দম্পতিকে রক্ষা করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। সন্ধ্যার সময় আদরডিহে রাবণ দহন অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়, যা অসত্যের ওপর সত্যের জয়, অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের, মন্দের ওপর সদাচার এবং সুরত্বের ওপর দেবত্বের জয়ের প্রতীক। এই সময়কালে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কাঠি নৃত্যেরও আযোজন করা হয়। রাবণ দহন ও কাঠি নৃত্য দেখতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে নিমডিহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তানজিল খান সহ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আদারডিহ মূখীয়া সুভাষ সিং বলেন, পুরাণ ও শাস্ত্র অনুসারে এই দিনে ভগবান শ্রী রাম রাবণকে বধ করেছিলেন এবং মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তাই এই দিনটিকে বিজয়াদশমী হিসেবেও পালন করা হয়। এদিন রাবণ দহন অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। তিনি বলেন যে এটি খারাপের উপর পুণ্যের বিজয়েরও প্রতীক। মহান পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও রাবণ ছিলেন দুর্বৃত্ত এবং পুরুষোত্তম মর্যাদা শ্রী রাম ছিলেন গুণী। যার দরুন শ্রীরাম রাবণের উপর জয়লাভ করেছিলেন।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসকে পচা দল বলে আখ্যা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে দলটি শুধুমাত্র একটি আসন পাবে বলে মন্তব্য সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

একটি দলের সঙ্গে মিত্রতা গঠনের প্রচেষ্টা চলছে, এআইইউডিএফ এর তিনটি আসন দখল নিশ্চিত বলে ঘোষণা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকদের বিজেপি এবং বিরোধী পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজস্বভাবে প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। তবে কংগ্রেসের বিরোধী ঐক্য মঞ্চে স্থান না পেলেও লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ তিনটি আসন দখল করাটি নিশ্চিত বলে ঘোষণা করলেন দলটির সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি জানান নগাঁও, বরপেটা এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে এআইইউডিএফ এর জয় নিশ্চিত। তবে এবার কংগ্রেস চাইলেও দলটির সঙ্গে মিত্রতা করবে না এআইইউডিএফ। কারণ কংগ্রেস একটি পচা দল। ফলে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা দলীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করছেন এআইইউডিএফ এর সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। বিভিন্ন বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে বহুবার মত বিনিময় করেছেন তিনি। তবে তার মূল বক্তব্যে ছিল কংগ্রেস। উল্লেখ্য বিরোধী ঐক্য মঞ্চে এআইইউডিএফ এর প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বাধা প্রদান করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। আজমল কিংবা তার দলের তরফে বেশ কয়েকজন বিধায়ক বারংবার অনুরোধ জানানোর পরেও সেক্ষেত্রে কর্ণপাত করেনি কংগ্রেস। এআইইউডিএফকে কোনভাবেই বিরোধী মিত্র জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ কংগ্রেস সভাপতি। উল্টো এআইইউডিএফকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বে দিন মোট ১২ টি রাজনৈতিক দল মিলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। তবে যেহেতু এআইইউডিএফ এর তরফে বহুবার অনুরোধ করার পরেও কংগ্রেস সেটা গ্রহণ করেনি ফলে এবার রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলটি আমন্ত্রণ জানালেও মিত্রতায় যাবে না তার দল। একথা ঘোষণা করে সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন কংগ্রেস এবার মিত্রতার জন্য আমন্ত্রণ করলেও সেদিকে যাবে না এআইইউডিএফ। কারণ কংগ্রেস একটি পচা দল। তাছাড়া কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে বরবাদ হয়ে গেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র একটি আসন হয়তো দলটি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন একটি আসন কোনভাবে লাভ করলেও একটির থেকে বেশি আসন পাবেনা দলটি। তবে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া অনুসারে বিজেপির সঙ্গে এআইইউডিএফ এর কোনো ধরনের বোঝাপড়া নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল জানান আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য একটি দলের সঙ্গে এআইইউডিএফ এর মিত্রতা সংক্রান্তে আলোচনা চলছে। সেটা ইতিবাচক হয়ে উঠলে অতিরিক্ত দুটি আসন দখল করতে সক্ষম হবে এআইইউডিএফ। তবে সেটা না হলেও এমনিতেই লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ এর রাজ্যে তিনটি আসন দখল নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। আজমল বলেন নগাঁও, বরপেটা এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র ১০০ শতাংশ জয়লাভ করবে এআইইউডিএফ। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। এমনকি প্রাথমিকভাবে এই তিনটি আসনের জন্য ইতিমধ্যে প্রার্থী প্রায় নির্বাচিত করে ফেলেছে দলটি। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন স্বয়ং মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তাছাড়া বরপেটা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী হিসেবে আমিনুল ইসলামের নাম চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সিরাজুদ্দিন আজমলের নাম প্রায় নিশ্চিত বলে এআইইউডিএফ এর তরফে জানা গেছে। আসন্ন দূর্গা পূজার জন্য রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

কংগ্রেসের ভারত জড়ো যাত্রা করার পরিবর্তে কংগ্রেস জড়ো যাত্রা করা উচিত বলে মন্তব্য অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরার

অন্তরকলহে জর্জরিত কংগ্রেস, দলটির নিজের মধ্যেই নিজেদের লড়াই

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অসম প্রদেশ কংগ্রেস ইতিমধ্যে রাজ্যের ১৪ টি কেন্দ্রের কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা বাকি ১১ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে অসন্তোষ এবং আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়াকে কেন্দ্র করে দলটির নেতাকর্মীদের মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে কংগ্রেসের এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা। তিনি বলেন কংগ্রেসের ভারত জড়ো যাত্রা করার পরিবর্তে কংগ্রেস জড়ো যাত্রা করা উচিত। প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা দলটির টিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে লয়েলটি এবং উইনেবিলিটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে টিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে লয়েলটি অন্যতম প্রধান ক্রাইটেরিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রতি অনুগত্যতা তথা দলের শীর্ষ নেতাদের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়াকেই লয়েলটি হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এই মন্তব্যের পরেই দলটির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দলের প্রতিজন নেতাই নিজেদের লয়েল অর্থাৎ আনুগত্যশীল হওয়া বলে দাবি করছেন। এমনকি বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এক্ষেত্রে লাই ডিটেক্টর টেস্ট দিতেও প্রস্তুত। বিরোধী দলপতি তথা বিধায়ক বলেছেন আধ্যাত্মিক হিসেবে গণনা করার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত রয়েছেন তিনি। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাই ডিটেক্টর টেস্ট দিতেও রাজি। ফলে তার আনুগত্যশীল হওয়ার দল যাতে সন্দেহ না করে সে কথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া। অন্যদিকে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দলের বর্তমানের প্রতিজন বিধায়ক টিকেট পাবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন সভাপতি ভূপেন বরা। যেহেতু তিনি টিকেট দেয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে লয়েলটি অন্যতম প্রধান ক্রাইটেরিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। ফলে পরোক্ষভাবে তিনি দলের বিধায়কদের মধ্যে প্রতিজনকে লয়েল বলে গণ্য করছেন না এই অনুমান করে কংগ্রেসের অন্দরমহলে ব্যাপক সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সরকারি কার্যসূচি অমৃত কলার যাত্রায় কংগ্রেসের একাংশ বিধায়কের অংশগ্রহণের পর তাদের সকল নোটিশ পাঠানো ছাড়াও গোয়ালপাড়া জেলার দ্বিতীয় পর্যায়ের দুজন নেতা নেত্রীকে দল থেকে নিলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। এই বিষয় নিয়েও দলের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি এবং অন্তর্কলহের সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা বলেন অন্তরকলহে জর্জরিত রয়েছে কংগ্রেস। এমনকি দলটির নিজের মধ্যেই নিজেদের লড়াই চলছে। ফলে কংগ্রেসের ভারত জড়ো যাত্রা নয় বরং দলটির কংগ্রেস জড়ো যাত্রা আংদোলন করা উচিত। তিনি বলেন কংগ্রেস দলটি এমন একটি দল যেখানে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, সংঘাত, বিসংবাদ বদ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলটি অন্য বিরোধী দলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে সেক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী অতুল বরা বলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সময়ে ১১-১২টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে ঐক্য মঞ্চ গঠন করার খবর প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল তখনই এটা পরিস্কার হয়ে গেছিল যে এটা কোনদিনও সম্ভব হয়ে উঠবে না। সভাপতি অতুল বরা জানান সম্প্রতি গোলাঘাটে আযোজিত অগপর ৩৯ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি বলেছিলেন ভারত জড়ো করার আগে, বাকি দলগুলোর সঙ্গে মিলে ঐক্য মঞ্চ গঠন করার আগে কংগ্রেস জড়ো যাত্রা একটি করা উচিত। ফলে বর্তমান কংগ্রেসের এটাই পরিস্থিতি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরি এখন ম্যাক্সওয়েলের, ওয়ানডেতে খরুচে বোলিং ডি লিডির

দিল্লি ঃ দিল্লিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এবার ঝড় তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। ডেভিড ওয়ার্নার সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন, এরপর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ভেঙে দিয়েছেন রেকর্ড।

৪০ বল

বিশ্বকাপের দ্রুততম সেঞ্চুরি

গত ৭ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বিশ্বকাপের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম। তবে সে রেকর্ড টিকল না বেশি দিন। মার্করামের সেদিন সেঞ্চুরি করতে লেগেছিল ৪৯ বল। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আজ ৪০ বলেই পেয়ে গেছেন সেঞ্চুরি।

বিশ্বকাপের পাশাপাশি ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার দ্রুততম সেঞ্চুরির নিজের রেকর্ডও ভেঙেছেন ম্যাক্সওয়েল। ২০১৫ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫১ বলে ১০০ ছুঁয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল, এত দিন অস্ট্রেলিয়ার দ্রুততম সেঞ্চুরি হয়ে ছিল সেটিই।

২৪০.৯০

৪৪ বলে ১০৬ রানের ইনিংসে ম্যাক্সওয়েলের স্ট্রাইক রেট। বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি ইনিংসে এর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেট আছে আর একজনের২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্সের স্ট্রাইক রেট ছিল ২৪৫.৪৫।

১০-০-১১৫-২

বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১০ ওভারে ১১৩ রান দিয়ে ওয়ানডেতে এক ইনিংসে সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ে মিক লুইসের রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন অ্যাডাম জাম্পা। আজ এ দুজনকে ছাড়িয়ে গেলেন ডাচ পেসার বাস ডি লিডি। ১০ ওভারে ১১৫ রান দিয়েছেন তিনি। প্রথম ৫ ওভারে ৪৪ রান দিয়েছিলেন তিনি, মানে তাঁর পরের ৫ ওভারে এসেছে ৭১ রান।

৩৯৯ / ৮

বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। ২০১৫ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পার্থে ৬ উইকেটে ৪১৭ রান তুলেছিল তারা। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে কোনো দলের এর চেয়ে বেশি রানের স্কোর আছে আর ৫টি।

১৪.৩৭

প্যাট কামিন্সের সঙ্গে ম্যাক্সওয়েলের সপ্তম উইকেটে ১০৩ রানের জুটিতে রান রেট। ওয়ানডেতে সপ্তম বা এর নিচে কোনো উইকেট কমপক্ষে ১০০ রানের জুটিতে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০০৪ সালে মুলতানে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাকিস্তানের আবদুল রাজ্জাক ও শহীদ আফ্রিদি সপ্তম উইকেটে ১০৭ রান তুলেছিলেন ১৫.২৮ রান রেটে।

ফাওয়াদের শিশুপুত্রের স্মরণে ম্যাক্সওয়েল ওয়ার্নারদের কালো আর্মব্যান্ড

দিল্লি ঃ লেগ স্পিনার ফাওয়াদ আহমেদের চার মাস বয়সী সন্তানের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা। ২৩ অক্টোবর ছেলের মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেন ফাওয়াদ। দিল্লিতে আজ ডাচদের মুখোমুখি হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এক্সে এক পোস্টে ফাওয়াদ লেখেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার ছোট্ট ফেরেশতা, আবার দেখা হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দীর্ঘদিন ভোগার পর আমার ছেলে এই কঠিন ও কষ্টকর লড়াইয়ে হেরে গেছে। আমার বিশ্বাস, তুমি আরেকটু ভালো কোনো জায়গায় গেছ, আমরা তোমাকে অনেক মিস করব। আশা করি, আর কেউ এই কষ্টের মধ্য দিয়ে না যাক। প্রার্থনার আবেদন।' ফাওয়াদের ছেলের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বলেছে, 'শিশুপুত্রের মৃত্যুতে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সম্প্রদায়ের সমবেদনা সাবেক অস্ট্রেলিয়া লেগ স্পিনার ফাওয়াদ আহমেদের প্রতি। ফাওয়াদ, তার পরিবার ও বন্ধুদের এই কঠিন সময়ে আমাদের সমবেদনা।' জন্মের পর থেকে অসুস্থ ছিল ফাওয়াদের ছেলে, তবে ঠিক কোন রোগ, সেটি চিকিৎসকেরা ধরতে পারেননি। গত সেপ্টেম্বরে ক্রিকেটডটকমডটএইউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফাওয়াদ বলেছিলেন, 'এটা খুবই অপ্রত্যাশিত। সন্তানের জন্মের পর আপনি রোমাঞ্চিত থাকবেন, কিন্তু এরপরই হুট করে এমন কঠিন পরিস্থিতি। জানিও না কী হতে চলেছে।' নিজেদের তখনকার জীবন নিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের জীবন পুরোপুরি বদলে গেছে। প্রতিদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠি, হাসপাতালে যেতে প্রস্তুত হই। এরপর সন্ধ্যায় ফিরে আসি। এই চলছে, এর বাইরে কিছু না।' পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া ফাওয়াদ এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, সব কটি ছিল ২০১৩ সালে। গত মৌসুমেও বিগ ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। পিএসএল, সিপিএলেও খেলেছেন এখন পর্যন্ত ১৬৮টি স্বীকৃত টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা ফাওয়াদ। ফাওয়াদ ও তাঁর স্ত্রীর তিন বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে।

তামিমকে নিয়ে যা বললেন আকরামমঈন

নয়া দিল্লি ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্বকাপে টানা চার হারে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। সর্বশেষ গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বাংলাদেশ হেরেছে ১৪৯ রানের বিশাল ব্যবধানে। এই হারের পর পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেল 'এ' স্পোর্টসে ম্যাচের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন পাকিস্তানের চার সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম, মঈন খান, মিসবাহউলহক ও শোয়েব মালিক। বিশ্বকাপের শুরু থেকেই অবশ্য প্রতিটি ম্যাচ ধরে আলাপ করে আসছেন এ চারজন। যেখানে তাঁদের সঙ্গে সঞ্চালনায় থাকেন ফখরে আলম। কালও যথারীতি বাংলাদেশের খেলার নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন তাঁরা। যেখানে বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্টকে কিছু পরামর্শও দিয়েছেন ওয়াসিমমঈনরা। প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে তামিম ইকবালের কথাও। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগে থেকেই মাহমুদউল্লাহর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ম্যানেজমেন্টের সমালোচনা করে আসছিলেন ওয়াসিমমিসবাহরা। কাল মাহমুদউল্লাহর সেঞ্চুরির পরও মিসবাহ বলেছেন, '৭ নম্বরে মাহমুদউল্লাহ ব্যাটিংয়ে নামার আগেই ম্যাচ প্রায় শেষ হয়ে যায়।' এরপর বাংলাদেশ ম্যাচ নিয়ে বিশ্লেষণ জানতে চাইলে মঈন বলেছেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে এখান (লিগ পর্ব) থেকেই বিদায় নেবে। তবে সেরা আটের মধ্যে থাকা নিয়েও ভাবতে হবে। ব্যাটসম্যানদের জায়গা তৈরি করতে হবে। নতুন ব্যাটসম্যানদের স্থায়ী করতে হবে। আবার তামিমের মতো পুরোনো ক্রিকেটারও আছে, নির্বাচকেরা যদি মনে করেন তার মধ্যে এখনো ক্রিকেট বাকি আছে, তবে দলে নিয়ে আসতে হবে। এমন খেলোয়াড় আনতে হবে, যারা ম্যাচ জেতাতে পারবে।' মঈনের সঙ্গে আরও যোগ করে ওয়াসিম আকরাম বলেন, 'বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, কোচ, অধিনায়ক ও তামিমের মধ্যে সমস্যা চলছে। সে জন্য তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে জন্যও দল কিছুটা স্নায়ুচাপে ভুগছে। সংবাদমাধ্যমে এমনটাই দেখেছি। আমি আশা করছি, তেমন কিছু হবে না। আপনি যখন দল নির্বাচন করে ফেলবেন এবং বিশ্বকাপে আসবেন, তখন যা ঘটেছে তা ভুলে যান। তামিম তাদের প্রধান খেলোয়াড়দের একজন, তারা নিশ্চিতভাবে তাকে মিস করছে।'

পন্টিংকে ছাড়িয়ে টেন্ডুলকারের পাশে ওয়ার্নার

দিল্লি ঃ বেঙ্গালুরুর পর দিল্লি, পাকিস্তানের পর নেদারল্যান্ডস ভেন্যু বদলেছে, প্রতিপক্ষ বদলেছে। তবে বদলায়নি ডেভিড ওয়ার্নারের ব্যাটিংছন্দ। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে শতক তুলে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ওপেনার।

আজ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৯৩ বলে ১০৪ রানের ইনিংস খেলার পথে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে রেকর্ড বইয়ের একাধিক তালিকায় নাম লিখিয়েছেন ওয়ার্নার। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি শতক এখন তাঁর। রিকি পন্টিংয়ের পাঁচ শতক ছাড়িয়ে ওয়ার্নারের শতক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬এ। এ ছাড়া সব দেশ মিলিয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ শতকের দিক থেকে ওয়ার্নার এখন যৌথভাবে দ্বিতীয়। ছয়টি শতক আছে ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের।

এবার নিয়ে ক্যারিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপ খেলছেন ওয়ার্নার। আগামীকাল বয়স ৩৬ পূর্ণ করে ২৭ অক্টোবর পা রাখবেন ৩৭এ। আগেই জানিয়ে রেখেছেন, এটি তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ওয়ার্নার তাঁর শেষ বিশ্বকাপ রাঙানো শুরু করেছেন প্রথম ম্যাচ থেকেই। ভারতের বিপক্ষে ৪১ রানের ইনিংস খেলার পথে বিশ্বকাপে দ্রুততম (১৯ ইনিংস) এক হাজার রানের রেকর্ড গড়েন।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরের দুই ম্যাচে অবশ্য যথাক্রমে ১৩ ও ১১ রানে আটকে গিয়েছিলেন। এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুতে খেলেন ১৬৩ রানের ইনিংস, যার মাধ্যমে সাবেক অধিনায়ক পন্টিংয়ের ৫ শতকের রেকর্ড স্পর্শ করেন।

ঠিক পরের ম্যাচে আজ গেছেন ছাড়িয়েও। ম্যাচের ৩৯তম ওভারে বাস ডি লিডিকে চার মেরে তিন অঙ্কে পৌঁছান ৯১ বলে। এটি ওয়ার্নারের ২২তম ওয়ানডে শতক। ওয়ানডে ইতিহাসে সবচেয়ে কম ইনিংসে ২২টি শতক করার রেকর্ড হাশিম আমলার (১২৬)। বিরাট কোহলির লেগেছিল ১৪৩ ইনিংস। তৃতীয় সেরা হয়ে ওয়ার্নারের ২২তম শতকে লেগেছে ১৫৩ ইনিংস।

এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টানা দুই শতকের রেকর্ডেও নাম লিখিয়েছেন বাঁহাতি এ ওপেনার। তাঁর আগে টানা দুই ওয়ানডেতে শতক করেছিলেন মার্ক ওয়াহ, পন্টিং ও ম্যাথু হেইডেন। ওয়ার্নার যেভাবে ছুটছেন, তাতে এবার বিশ্বকাপে হয়তো আরও শতক দেখা যেতে পারে। বিশ্বকাপে তাঁর চেয়ে বেশি শতক আছে শুধু রোহিত শর্মার (৭টি)।

গাজায় দুই ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি, ঋষি সুনাকের মন্তব্য এবং আরো যা ঘটছে

মিশর (ওয়েবডেস্ক): মিশর আর কাতারের মধ্যস্থতার পর নুরিত কুপার এবং ইয়োচেভেদ লিফশিৎজ নামে দুই জন জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। তবে ওই দুই জন বয়স্ক নারীর স্বামীদেরকে এখনো মুক্তি দেয়া হয়নি।

ইয়োচেভেদ লিফশিৎজ এর মেয়ে বলেছেন, তিনি তার বাবাসহ গাজায় আটক বাকি জিম্মিদের মুক্তি চান।

জাতিসংঘ বলেছে, গাজায় ত্রাণ সহায়তা নিয়ে ২০টি ট্রাকের আরো একটি গাড়িবহর প্রবেশ করেছে। গাজায় এখনো খাবার, পানি এবং জ্বালানি সরবরাহ উদ্বেগজনকভাবে কম রয়েছে।

সংস্থাটি বলছে, ত্রাণ সহায়তার মধ্যে জ্বালানি নেই। তার মানে হচ্ছে আগামী দুই দিনের মধ্যে বর্তমানে থাকা মজুদে টান পড়বে।

এদিকে, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে আল আহলি হাসপাতালে যে বিস্ফোরণটি হয়েছিল সেটি 'হয়তো' গাজার মধ্য থেকেই ছোড়া হয়েছিল।

হামাস এই হামলার জন্য ইসরায়েলি বিমান হামলাকে দায়ী করেছে। কিন্তু ইসরায়েল দাবি করেছে যে, প্যালেস্টিনিয়ান ইসলামিক জিহাদ নামে একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর 'ভুলক্রমে' ছোড়া একটি রকেট এই হামলার জন্য দায়ী। তিনি আরো বলেন, দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের বেসামরিক নাগরিকদের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাদের আগের প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করবে। ফলে অতিরিক্ত আরো ২০ মিলিয়ন ডলার ত্রাণ সহায়তা দেয়া হবে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলেছে, রোববার সকাল থেকে এ পর্যন্ত গাজায় কমপক্ষে ৪৩৬ জন মারা গেছে। আর গত ৭ই অক্টোবর থেকে সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

ইসরায়েল বলেছে তারা হামাসের স্থাপনা ও টানেল লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। প্রতি দিন অন্তত ৩২০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করছে তারা।

গত সাতই অক্টোবর গাজার কাছে হামাসের হামলায় ১৪০০ বেশি ইসরায়েলি নিহত হয়। হামাস তাদের বাড়িতে, রাস্তায় এবং একটি মিউজিক ফেস্টিভালে গিয়ে গুলি করে তাদেরকে হত্যা করে।

চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ওয়াশিংটন সফর করবেন। মার্কিন প্রশাসনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এই সফর চলবে।

সেখানে ইসরায়েল এবং ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হবে এবং মার্কিন কর্মকর্তারা দুটি যুদ্ধ নিয়েই চীনকে আরো বেশি গঠনমূলক পদক্ষেপ নিতে তাগিদ দেবেন বলে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে ৭৯ বছর বয়সী নুরিত কুপার এবং ৮৫ বছর বয়সী ইয়োচেভেদ লিফশিৎজ নামে দুই জন বয়স্ক জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। মুক্তির পর তাদেরকে চিকিৎসা দেয়ার জন্য তেল আবিবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হামাস বলেছে, স্বাস্থ্যগত কারণে এবং মানবিক কারণে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় মধ্যস্থতা করার জন্য মিশরকে ধন্যবাদ

জানিয়েছে ইসরায়েল। আর ওই দুই নারীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য রেড ক্রসকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তেল আবিব।

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মিজ কুপারের স্বামী ৮৫ বছর বয়সী আমিরাম এবং মিজ লিফশিৎজ এর স্বামী ৮৩ বছর বয়সী ওডেড এখনো গাজায় হামাসের কাছে জিম্মি রয়েছেন। এরআগে গত শুক্রবার আমেরিকার দুই নাগরিক জুডিথ রানান এবং তার মেয়ে নাটালিকে মুক্তি দিয়েছিল হামাস।

গত ৭ই অক্টোবরের হামাসের হামলার পর ইসরায়েল থেকে দুই শতাধিক মানুষকে জিম্মি করা হয়। পরে তাদেরকে গাজা উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলছে অন্তত ২২২ জনকে জিম্মি করেছে হামাস।

ধারণা করা হয়, গাজা উপত্যকায় থাকা জিম্মিদের মধ্যে শিশু, উৎসবে যোগ দেয়া দর্শক, শান্তির পক্ষে কাজ করা সক্রিয় কর্মী, বয়স্ক মানুষ এবং সেনা সদস্য রয়েছে।

জিম্মিদের আটক করার পর পরই তাদের ভিডিও টিকটকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে হামাস।

সশস্ত্র গোষ্ঠীটি বলছে, তারা জিম্মিদের গাজায় নিরাপদ স্থান এবং টানেলে রেখেছে।

গত কয়েক ঘণ্টায় সংবাদ সংস্থাগুলো যেসব ছবি দিয়েছে সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে নাসের মেডিকেল হাসপাতালে ভিড় করেছে আহতরা। টেলিগ্রামে হামাসের চ্যানেল থেকে জানানো হয়েছে, গাজা শহরে বেশ কয়েকটি ইসরায়েলি বিমান হামলা এবং অভিযানে অনেক মানুষ আহত হয়েছে।

তারা দাবি করেছে, একটি পেট্রোল স্টেশনে বিমান হামলা চালানোর পর সেটিতে আগুন ধরে যায়।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ স্থল অভিযান চালানোর আগে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ১১ লাখ মানুষকে দক্ষিণাঞ্চলে চলে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে।

এই নির্দেশনার পর লাখ লাখ মানুষ খান ইউনিসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তবে ইসরায়েল দক্ষিণাঞ্চলসহ পুরো গাজাতেই বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এবং হোয়াইট হাউস বলেছে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অস্ত্রবিরতির সঠিক সময় এখন নয়।

সোমবার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা মনে করি না যে, এখনই অস্ত্রবিরতির সময় হয়েছে।

ইসরায়েলের নিজেদের রক্ষা করার অধিকার আছে। হামাসের নেতাদের খুঁজে বের করতে এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে ইসরায়েলের।

আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, প্রশ্নটির প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, আমরা এখন গাজায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশের বিষয়টিই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। মিলার আরো বলেন, এই সংঘাতটির উপর নজর রাখার জন্য মার্কিন কূটনীতিক ডেভিড স্ক্যাটারফিল্ডকে নিয়োগ করা হয়েছে।

তিনি মানবিক সহায়তা সরবরাহের চলমান প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠিত করতে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমরা গাজার মধ্যেই যেখানে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে রাখা যাবে এমন জায়গা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছি।

চলতি বছর আরব এবং ইসরায়েলিদের মধ্যে চলমান উত্তেজনা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় যখন ইসরায়েলি পুলিশ সহিংসভাবে এই মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং মুসুল্লিদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ইসরায়েলের দাবি, সহিংস হিসাবে চিহ্নিত মুসলমানদের গ্রেফতার করার জন্যই পুলিশ মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিল। ওই সংঘর্ষের অনেক ছবি ছড়িয়ে পড়লে ফিলিস্তিনি অঞ্চলে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাসে এবং ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব 'জিউইশ পাসওভার' ছুটির প্রাক্কালে।

টুকরো খবর

প্রতিবেশী জ্যেঠুর লালসার শিকার নাবালিকা , গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

কুলতলি ঃবাড়িতে ছিলেননা নাবালিকার মা , সেই সুযোগে নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক বৃদ্ধর বিরুদ্ধে। ওই বৃদ্ধ আবার সম্পর্কে জ্যেঠু । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত ডোঙ্গা হেলিয়া এলাকায় । অভিযুক্তের নাম হরেকৃষ্ণ মন্ডল। ধৃতকে মঙ্গলবার বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয় । তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলার রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে ও নির্যাতিতা পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার নির্যাতিতার মা সাংসারিক কাজের জন্য মেয়েকে বাড়িতে রেখে বাজারে গিয়েছিলেন । সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাড়ারই এক বৃদ্ধ বাড়িতে যায় । ওই নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় বিশেষ কাজের কথা বলে । পূর্ব পরিচিত হওয়ার কারণে নাবালিকা সেই বৃদ্ধর সঙ্গে যায়। অভিযোগ এরপর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে সঙ্গে ধর্ষণ করা হয় । এরপর চিৎকার করলে বাড়ির লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ও তাকে উদ্ধার করে । সেই সুযোগে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কুলতলি থানাতে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর পাশাপাশি নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয় স্থানীয় হাসপাতালে।

মহামারীর সময় হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে তিন বছর পর ফিরে পেল মহিষাদলের পরিবার

কেশবপুর ঃ করোনা মহামারী প্রাণ কেড়ে নিয়েছে অনেকের। আবার মহামারীতে প্রাণে বেচেঁছেন অনেকে। কথায় বলে রাখে হরি মারে কে। করোনা মহামারীর সময় হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে তিন বছর পর ফিরে পেল মহিষাদলের পরিবার।মেয়ের নাম অপর্না পাল বাবা শ্যাম সুন্দর পাল মা অনিতা পাল। মহিষাদলের কেশবপুর গ্রামে বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই সুন্দর স্বাভাবিক মেধাবী মেয়ে ছিল অপর্না। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর হঠাৎ করেই মাথার সমস্যা দেখা দেয়। প্রায় কথা বলা বন্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বাড়ি থেকে এদিক সেদিক অন্যত্র চলে যেত সে। করোনার সময় হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় তাকে খোঁজাখুঁজির পরেও আর পাওয়া যায় না। আজ রামনগরে তালগাছড়ি দুই অঞ্চলের অন্তর্গত চাঁদপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাকে পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তার খোঁজখবর করে পরিবারকে জানায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন রামনগরের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এই মেয়েটিকে প্রায় দেখা যেত মানসিক ভারসাম্য হীন ভাবে সে এখানে সেখানে খাবার চেয়ে খেত। দীর্ঘদিন পর মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে খুঁজে পেয়ে খুশি পরিবার। মেয়ের বাবা শ্যামসুন্দর পাল বলেন অভাব অনটনের মধ্যে আমি ছেলেমেয়েদের বড় করেছি। আমি মাধ্যমিক দেওয়ার পর হঠাৎ করেই মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। টাকা পয়সার অভাবে তেমন চিকিৎসাও করাতে পারিনি মেয়ে করনার সময় হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ায় অভিযোগ করেও মেয়েকে কোনভাবেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না আজ খুঁজে পেয়ে ভালো লাগছে। রামনগরে তালগাছড়ি দুই পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় মানুষরা মেয়েটিকে নাম ঠিকানা জানতে চাইলেও সে কিছুই বলতে পারতো না হঠাৎ একদিন তাকে লিখতে দিলে সে তার বাড়ির ঠিকানা লিখে দেয়। তারপরেই স্থানীয়রা যোগাযোগ করে মহিষাদলে মেয়েটির গ্রামে। আজ অপর্ণার বাবা মা ও পরিবারের লোকজন নিতে আসে অপর্ণাকে। অনেকদিন পর বাবা মাকে পেয়ে খুশি অপর্নাও।

পাঁচ রাউন্ড শূন্যে বন্দুকের গুলি চালিয়ে রায় জমিদার বাড়ির দূর্গাপুজোর সূচনা করা হয়

মালদা ঃ পাঁচ রাউন্ড শূন্যে বন্দুকের গুলি চালিয়ে রায় জমিদার বাড়ির দূর্গাপুজোর সূচনা করা হয়। ২২৩ বছর ধরে চলে আসা এই রেওয়াজ আজও অব্যাহত মালদা জেলার পূর্বপ্রান্তে হবিবপুর থানার সিংগাবাদ তিলাসন এলাকায় সিংগাবাদ জমিদার বাড়িতে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের ফলে এই জমিদারী স্টেটের সিংহভাগ অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে অংশে পড়লেও আজও ভারতীয় ভূখণ্ডে সীমান্তের কাঁটাতার থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত বিশাল রায় জমিদার বাড়ি।সময়ের সাথে জমিদারি চলে গিয়েছে। সুবিশাল বাড়ির বিভিন্ন অংশ জুড়ে ধরেছে ফাটল। কিন্তু এখনো অক্ষুন্ন রয়েছে ঐতিহ্য। সুদুর উত্তরপ্রদেশ থেকে ডালের ব্যবসা করতে বাংলায় এসেছিলেন অবোধ নারায়ণ রায়। মালদা জেলার হবিবপুর থানার সিঙ্গাবাদ স্টেশনে ট্রেনে করে এই ডাল নিয়ে আসতেন তিনি। এরপর নৌকাপথে সেই ডাল ঢাকা রাজশাহী সহ কলকাতার খিদিরপুর বন্দর বিক্রীর উদ্দেশ্যে যেত। ব্যবসার সুবিধার জন্য এই এলাকায় ব্রিটিশ সরকারের কাজ থেকে তৎকালীন প্রায় তিন হাজার টাকায় জমিদারীত্ব ক্রয় করেন তিনি। এরপর এই এলাকায় শুরু করেন বসবাস। পরবর্তীতে তিনজন বিপ্লবীর পরামর্শে দেবী দূর্গার আরাধনা শুরু করেন। ২২৩ বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জমিদারির সিংহভাগ অংশ চলে যায় সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশে বাকি অংশ রয়ে যায় ভারতবর্ষে। সেই আমলে ব্রিটিশ শাসকের আমল থেকে এই রায় জমদার বাড়ির পূজো বেশ জনপ্রিয়। হাজার হাজার মানুষ এই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন। এমন কি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সীমান্তের ওপর থেকে মানুষ আসতেন এই পুজো দেখতে। কিন্তু বর্তমানে এখন সেই রকম পরিস্থিতি নেই। তবে রয়ে গেছে ঐতিহ্য। রয়েছে ইতিহাস। প্রাচীন এই জমিদার বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরলেও এখনো দেওয়ালে রয়েছে বিশাল কুমিরের ছাল যা তারই পূর্বপুরুষরা শিকার করেছিলেন। এখনো এই পুজো উপলক্ষে চারদিন থাকে পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সীমান্তবর্তী গ্রামে এই পুজোতে অংশগ্রহণ করতে আসেন মানুষ। এই জমিদার স্টেটের বংশধর রাকেশ কুমার রায় জানান এই বছরও চিরাচরিত প্রথা মেনে সপ্তমীর দিন পুনর্ভবা নদী থেকে পুজোর জন্য জল নিয়ে আসা হবে। সেই সময় পাঁচ রাউন্ড শূন্যে গুলি চালিয়ে এই পুজোর সূচনা হয় এই বছরও তা হবে। এই পুজোতে ভোগ রান্না থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করেন উত্তরপ্রদেশের মৈথিল ব্রাহ্মণরা। দশমীর দিন এই তিলাসন গ্রামের পাশে পূর্ণভবা নদীতেই প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। রায় জমিদার পরিবারের বংশধর রাকেশ কুমার রায় জানান তাঁর পূর্বপুরুষের আমন্ত্রণে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই পূজোতে অংশগ্রহন করতে সিঙ্গাবাদ স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের এক জরুরী বৈঠকের সূচনা পেয়েই মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে হয় তাকে। ইতিহাসের অনেক সাক্ষী এই পূজো আজও সমাদরে পালিত হয়ে আসছে।

বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজ স্কুলের উন্নয়ন সঠিক করতে প্রধান শিক্ষকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান অভিভাবকগন

মালদা ঃ যে কোনও মুহূর্তেই ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। কোথাও ছাদের চাঙড় ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে লোহার রড। কোথাও ফাটল এতটাই বেশি সেখান থেকে প্রায়ই খসে পড়ছে চাঙড়া।বেশ কয়এক বছর ধরে এমনই বেহাল অবস্থায় রয়েছে হবিবপুর ব্লকের আইহো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। অভিযোগ বিদ্যালয় মেরামতের জন্য টাকা এসেও এখনো শুরু হয়নি এদিন তারই প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেন অভিভাবকরা এবং একটি স্মারকলিপি তুলে দেন প্রধান শিক্ষকের হাতে। বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজ স্কুলের উন্নয়ন সঠিক করতে প্রধান শিক্ষকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান অভিভাবকগন।বুধবার দুপুর বেলা আইহো উচ্চ বিদ্যালয় হাজির হয় বেশ কিছু অভিভাবক। এই বিষয়ে অভিভাবকেরা নব সাহা জানান যে পরিস্থিতিতে স্কুল রয়েছে খুব শীঘ্রই মেরামত করা হোক নয়তো কোন সময়ই বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই নিয়ে এক স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় প্রধান শিক্ষকের হাতে। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মিশ্র,, জানান বেশ কিছু অভিভাবকরা এসেছিলেন স্কুলে একটি স্মারকলিপি দিয়ে গেছেন সে অভিযোগ ভিত্তিতে আমরা আগামী শুক্রবার স্কুল কমিটি কে নিয়ে একটি বৈঠক দেখেছি সে বৈঠক নিয়ে স্কুলের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
26:10:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশই কি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া প্রথম দল হতে যাচ্ছে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের একেকটা ম্যাচ যাচ্ছে আর সমর্থকরা আশা করছিলেন, 'আচ্ছা! পরের ম্যাচে হবে'। সেই পরের ম্যাচটা বাংলাদেশের আর এলো না। দেখতে দেখতে পাঁচ ম্যাচ শেষ হয়ে গেল, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বকাপ অর্ধেক শেষ। এমন একটা অবস্থায় বাংলাদেশের খাতায় ১টি জয় ও চারটি পরাজয়। আফগানিস্তানের সাথে জয় দিয়ে শুরু, কিন্তু এরপরের চার ম্যাচে হারের ধরন দেখে মনে হচ্ছে এর চেয়ে বাজে খেলা মনে হয় সম্ভব নয়। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্লেষক আকাশ চোপড়া এমনটাই বলছেন, বাংলাদেশই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বাজে পারফর্ম করা দলগুলোর একটি। বাংলাদেশের এমন পারফরম্যান্সকে 'বিরক্তিকর' বলছেন আকাশ

চোপড়া। দিন বিশেক আগে এমন বক্তব্য এলে বাংলাদেশের সমর্থকরা তুমুল প্রতিবাদে ফেটে পড়তেন। যেমনটা পড়েছিলেন এবি ডি ভিলিয়ার্সের বিপক্ষে, যখন তিনি বাংলাদেশকে আফগানিস্তান, নেদারল্যান্ডসের কাতারে বলেছিলেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে। কিন্তু এখন বাংলাদেশ আফগানিস্তান বা নেদারল্যান্ডসের চেয়েও নিচে অবস্থান করছে বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলে। বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচের আগে বলেছিলেন, 'এখনই হতাশ না হতে, বিশ্বকাপের পর ইচ্ছামতো হতাশ হবে'।

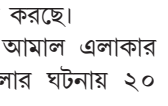

উপকূলে উঠে নিম্নচাপে পরিণত ঘূর্ণিঝড় হামুন, দুইজনের মৃত্যু

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঘূর্ণিঝড় হামুন বঙ্গোপসাগর থেকে উপকূলে উঠে আসার পর চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে স্থল নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। স্থলভূমিতে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে।

ঝড়ে কক্সবাজারে দেয়াল ধসে এবং গাছ চাপা পড়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ঝড়টি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বাতাসের গতি নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে শুরু করে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বুধবার মধ্যরাত একটার দিকে ঝড়টি বাংলাদেশের পুরোপুরি উপকূল অতিক্রম করে স্থলে উঠে আসে।

এরপর স্থলভাগের ওপর দিয়ে যেতে যেতে বৃষ্টি ঝড়িয়ে আরও দুর্বল হয়ে স্থল গভীর নিম্নচাপের আকারে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে।

আবহাওয়া অধিদফতর জানাচ্ছে, ঝড়টি স্থলভাগের ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরসমূহকে সাত নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। একই সংকেত দেয়া হয়েছে মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকেও।

ঝড়ের কারণে উপকূলীয় জেলাগুলোয় ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো বাতাস বইছে বলে জানা যাচ্ছে। সাগর এখনো উত্তাল রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঝড়ে কক্সবাজারে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের একজন দেয়া ধসে আরেকজন গাছ চাপা পড়ে মারা গেছেন।

সোমবার সকালের দিকেও ঘূর্ণিঝড় হামুন অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় থাকলেও বিকালের দিকে শক্তি হারিয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়।

প্রথমে ঝড়টি পটুয়াখালী থেকে চট্টগ্রামের মাঝামাঝি এলাকার দিকে যাবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল। সেই হিসাবে উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রস্তুতিও নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু পরে ঝড়ের গতিপথ ঘুরে যাওয়ায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা ছাড়া অন্য জেলার বাসিন্দাদের আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হয়নি। আবার অনেকে প্রথমে আশ্রয় কেন্দ্রে গেলেও সন্ধ্যার পর বাড়িতে চলে গেছেন।

উপকূলীয় জেলাগুলোর আশেপাশের দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে তিন থেকে পাঁচ ফুট বেশি উচ্চতার বায়ু তাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যণ্ত জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার সকাল থেকে বন্ধ রাখা হয়েছিল পটুয়াখালী-ঢাকাসহ সব রুটের লঞ্চসহ নৌযান চলাচল। তবে বুধবার থেকে পুনরায় নৌ চলাচল শুরু হয়েছে।

ঝড় চলে গেলেও উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অতিদ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপটি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। গভীর নিম্নচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে সোমবার রাতে ঘূর্ণিঝড় হামুনে পরিনত হয়।

ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পর সেটি আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

হামুন নামটি ইরানের দেওয়া। যার অর্থ হচ্ছে সমতল ভূমি বা পৃথিবী।

ঘূর্ণিঝড় হামুন বাংলাদেশে আঘাত করা চলতি বছরের দ্বিতীয় ঘূর্ণিঝড়। এর আগে গত মে মাসে ঘূর্ণিঝড় মোখা দুর্বল হয়ে বাংলাদেশে প্রভাব ফেলেছিল।

মেঘমালা দেখা যায় যার ঘণীভূত হওয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস ঘূর্ণিঝড় প্রবণ বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

একদিনে এত মৃত্যু আগে আর দেখেননি গাজার বাসিন্দারা

মিশর ঃ গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিমান হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে সাতশ'র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে তারা চারশোটি 'সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে' হামলা করেছে এবং কয়েকজন হামাস কমান্ডারকে হত্যা করেছে। তারা আরও বলেছে, হামাস নতুন করে দুজন জিম্মিকে মুক্তি দেয়ার পরেও তারা হামলার মাত্রা কমাবে না।

এদিকো গাজায় ত্রাণ সরবরাহের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই ব্যবস্থা তৈরি আহ্বান জানিয়েছ জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থাগুলো।

বিদ্যুৎ, ঔষধ, জল ও কর্মী সংকটের কারণে গাজায় আরও একটি হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে হামাসের নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় ১৪০০ মানুষ নিহত ও আরও ২২২ জনকে জিম্মি করা হয়।

উভয়পক্ষ বেসামরিক নাগরিকদের 'মানববর্ম' হিসেবে ব্যবহার করা এবং গাজার দক্ষিণাঞ্চলে বোমা বর্ষণের নিন্দা করেছেন।

এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে হামাসের হামলা শূন্য থেকে আসেনি। ফিলিস্তিনের মানুষ ৫৬ বছর ধরে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির শিকার। তবে ফিলিস্তিনের দুর্গতির জন্য হামাসের হঠকারী হামলা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এবং ওই হঠকারী হামলার জন্য ফিলিস্তিনের মানুষ সার্বিকভাবে শাস্তি পেতে পারে না, বলছিলেন তিনি।

এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, মঙ্গলবারের মন্তব্যের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের পদত্যাগ করা উচিত।

তিনি বলেছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের বক্তব্যে হামাস সন্ত্রাসীদের নিষ্ঠুরতার বিষয়টি নেই বরং সেখানে 'সন্ত্রাসের যৌক্তিকতা' দেয়া হয়েছে। আক্রান্তদের পাশে না দাঁড়িয়ে তিনি নিষ্ঠুরতার

শিকার মানুষের দায়ী করছেন, যা আর কখনো দেখা যায়নি।

এরপর থেকেই গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৫৮০০ মানুষের মৃত্যুর দাবি করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

গাজার চারশোর বেশি জায়গায় রাতভর বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিস ও রাফাহ এলাকায় এসব হামলায় অনেক মানুষ মারা গেছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়ার পর গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে বহু মানুষ এই এলাকাগুলোতে এসেছে। নিহতদের মধ্যে খান ইউনিসের উত্তর পূর্ব এলাকার শহরতলীতে একটি আবাসিক ভবনে থাকা একই পরিবারের ১৩ জন আছে। খান ইউনিসের ১২ লাখ মানুষের মধ্যে এখন চার লাখের মতো সেখানে অবস্থান করছে।

খান ইউনিসের ঘনবসতিপূর্ণ আমাল এলাকার একটি আবাসিক ভবনে হামলার ঘটনায় ২০ জন মারা গেছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৭০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ইসরায়েলের হামলায়। এর মধ্যে ৩০৫ জন শিশু, ১৭৩ জন নারী ও ৭৮ জন বয়স্ক মানুষ। বিবিসির একজন সংবাদদাতা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোরে মৃতদেহগুলো যখন হাসপাতালে আনা শুরু হয় তখন সেখানে ক্ষোভ ও শোকাতুর পরিস্থিতির তৈরি হয়।

ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ মঙ্গলবার ভোরে জানিয়েছে সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করতো এমন ৪০০ স্থানে তারা বিমান হামলা করেছে। এর মধ্যে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় এলাকায় হামাসের সক্রিয় টানেলও আছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস গাজায় মানবিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনগুলোর লঙ্ঘনের অভিযোগ করে বলেছেন তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

প্যালেস্টিনিয়ান রেড ক্রিসেন্ট বা পিআরসিএস জানিয়েছে যে পানি, খাবার ও ঔষধ নিয়ে আরও আটটি ট্রাক মিশরের রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গাজায় প্রবেশ করেছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেয়া পোস্টে তারা জানিয়েছে একটি ট্রাকে ঔষধ, দুটিতে খাবার ও পাঁচটি ট্রাকে করে পানি নেয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছেন যে তিনি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করছেন যাতে করে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ বিস্তৃত না হয়।

পরিষদ সদস্য, বিশেষ করে স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে যাতে সংঘাত ছড়িয়ে না পড়ে, মি. ব্লিংকেন বলছিলেন।

চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৃহস্পতিবারই যুক্তরাষ্ট্র সফরের কথা রয়েছে।

যদিও তার সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সরকারি সফরের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করা। তবে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের বিষয়টিও আলোচনায় আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আইডিএফ জানিয়েছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরে জেনিন শহরের কাছে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। এছাড়া অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে জেনিন থেকে দুজনকে আটক করা হয়েছে।

জেনিনে শরনার্থী শিবিরের কাছে আইডিএফ এর টহলের সময় ওই বন্দুকযুদ্ধের সূচনা হয়। তাদের দাবি ফিলিস্তিনি সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাদের লক্ষ করে বোমা ও গুলি ছোঁড়ে।

পরে সুনির্দিষ্ট টার্গেটে ড্রোন হামলার কথা জানায় ইসরায়েল। তবে তাদের কোন সেনার হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ইসরায়েলকে রক্ষা করতে কতদূর যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র?

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তাও দিচ্ছে দেশটি।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের এই অংশে যখন অতীতের নানান ঘটনার ক্ষত এখনও দগদগ করছে, সেখানে ইসরায়েলকে রক্ষা করতে নিজেকে কতটুকু জড়াতে চাইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?

ইসরায়েলের উপর হামাসের হামলার খবর জানার পর দেওয়া প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে আছে।

কেউ যদি এই পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লোটার কথা ভেবে থাকে, আমি তাদের একটি কথাই বলবো, ভুলেও এমনটি করবেন না। মূলত ইরান ও তার মিত্রদেরকে লক্ষ্য করেই এই সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করা হয়েছিলো। মার্কিন সৈন্যরা সম্প্রতি ইরাক ও সিরিয়ায় বেশ কয়েকবার হামলার মুখে পড়েছেন বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। তারা আরো জানিয়েছে যে, কিছুদিন আগে লোহিত সাগরে অবস্থিত মার্কিন যুদ্ধজাহাজ একটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে, যেটি ইয়েমেন থেকে ছোড়া হয়েছিলো। ক্ষেপণাস্ত্রটির সম্ভাব্য লক্ষ্য ছিলো ইসরায়েল।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় সামরিক বহর রয়েছে এবং খুব শিগগিরই তাদের সাথে আরো একটি বহর যুক্ত হতে যাচ্ছে।

এসব সামরিক বহরের প্রতিটিতে ৭০টিরও বেশি যুদ্ধবিমান রয়েছে, যেগুলো টানা গোলাবর্ষণ করতে সক্ষম।

এমনকি কয়েক হাজার মার্কিন সেনাকেও প্রস্তুত রেখেছেন মিস্টার বাইডেন, যেন প্রয়োজন হলেই ওই অঞ্চলে দ্রুত সৈন্য পাঠানো যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে ইসরায়েলের বড়চেয়ে বড় সামরিক সহায়তা প্রদানকারী দেশ, যারা বছরে প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইসরায়েলের যেসব যুদ্ধবিমান গাজায় বোমা বর্ষণ করছে, সেগুলোও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি এবং যেকোনো লক্ষ্যবস্তুতে প্রায় নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। ইসরায়েলের আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যেসব ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার অনেকগুলোই আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এমনকি অস্ত্র চাওয়ার আগেই অনেক ক্ষেত্রে ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠিয়ে দিতে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রকে।

এছাড়া যুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনায় মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদেশগুলোকে সামরিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত শুক্রবার ১৪ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিলের অনুমোদন দিতে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্টে বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের ১০৫ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তার অংশ হিসাবেই মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশটিকে এই তহবিল দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনার পরদিনই পেন্টাগনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে তারা তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠাতে যাচ্ছে। কিন্তু একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি সত্যিই এখন আরো একটি যুদ্ধে জড়াতে চাইবেন, বিশেষ করে দেশটির নির্বাচনের বছরে?

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানগুলো বেশ ব্যয়বহুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেটি হোক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা মার্কিনিদের প্রাণের হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সাবেক ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত মাইকেল ওরেন মনে করেন যে, এই অঞ্চলে মার্কিন রণতরী পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইতিমধ্যেই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলেছেন।

আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের অস্ত্র বের করবেন না, যতক্ষণ না আপনি এটি ব্যবহার করতে চান বলেন মিস্টার ওরেন।

কিন্তু ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাডিজের ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটির পরিচালক সেথ জি জোনস মনে করেন, গাজায় সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব একটা আগ্রহ দেখাবে না।

তবে ওই অঞ্চলে যে সামরিক বহর পাঠানো হয়েছে, সেখান থেকে একটি গুলি না চালিয়েও অন্যভাবেও লাভবান হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। সেটি হোক তথ্য সংগ্রহ কিংবা আকাশসীমা প্রতিরক্ষা। কাজেই একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে তারা যুদ্ধে জড়াতে চাইবে না। সরাসরি যুদ্ধ জড়ানোটা হবে তাদের শেষ পদক্ষেপ।

প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলে উত্তর অঞ্চলের জন্য সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ একটি হুমকি, যা এখন ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

ইরান সমর্থিত এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি এখন হামাসের চেয়েও বড় হুমকি। এদের কাছে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার রকেট বোমা রয়েছে, যা হামাসের ব্যবহৃত রকেট বোমার চেয়েও বেশি শক্তিশালী এবং নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। সশস্ত্র গোষ্ঠীটি ইতিমধ্যেই ইসরায়েলের সাথে গোলাগুলিও করেছে। মিস্টার ওরেন আশঙ্কা করেন যে, ইসরায়েল যখন গাজা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, হেজবুল্লাহ তখন সুযোগ বুঝে তাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। যদি সেরকম ঘটে, সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার শক্তিশালী বিমান বাহিনী দিয়ে লেবাননে হেজবুল্লাহর ওপর হামলা চালাবে বলে বিশ্বাস করেন মিস্টার ওরেন। এর বাইরে স্থলযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণের তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না তিনি।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন উভয়ই দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে এবং মার্কিন নাগরিক কিংবা সামরিক বাহিনীকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই সেটার জবাব দিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে জানিয়ে গত রোববার মিস্টার অস্টিন বলেন, এরকম কিছু ঘটলে তারাও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরো ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, মিস্টার জোনস সেটি স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের অবস্থান এবং প্রতিরোধ ইরান এবং অন্যান্য যারা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যুদ্ধ করছে, তাদেরও ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ যদি ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে বড় ধরনের হামলা চালায়, সেটার বিপরীতে তাদেরকেও বেশ বড় ধরনের পাল্টা হামলার মুখোমুখি হতে হবে। মার্কিন বাহিনী এই অঞ্চলে এর আগেও ইরান সমর্থিত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার শিকার হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অবশ্য হামাসের সাথে চলমান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সরাসরি কোনো সামরিক সহায়তা চাচ্ছে না ইসরায়েল। জেরুজালেমের হিব্রু ইউনিভার্সিটির সামরিক ইতিহাসের অধ্যাপক ড্যানি অরবাচ বলেন, ইসরায়েলের সামরিক নীতিতে বলে যে, নিজেকে রক্ষা করার মত সক্ষমতা তাদের নিজেরই অর্জন করা উচিত।